তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন: অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

(এপ্রিল ২০১৫- মার্চ ২০১৬)

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

মনজুর ই খোদা

নাজমুল হুদা মিনা

২১ এপ্রিল, ২০১৬

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন: অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়
(এপ্রিল ২০১৫ - মার্চ ২০১৬)

গবেষণা উপদেষ্টা

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ার, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

মনজুর-ই-খোদা
প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

নাজমুল হুদা মিনা
অ্যাসিসটেন্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা পর্যালোচনা ও কৃতজ্ঞতা
প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে মূল্যবান মতামত, পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো: ওয়াহিদ আলম ও শাহজাদা এম আকরাম। এছাড়া টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তারা মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার
বাসা # ০৫, রোড # ১৬ (নতুন), ২৭ (পুরানো)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: ৮৮-০২-৯১২৪৭৮৮, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-banglad+esh.org

উৎসর্গ

তৈরি পোশাক খাতে দুর্ঘটনায়
হতাহত শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ব্রত নিয়ে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে। টিআইবি এমন একটি বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত এবং জনগণের সেবার জন্য কর্মরত সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম হবে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক।

দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টি এবং নাগরিকদের দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করার জন্য টিআইবি ২০১৪ সাল থেকে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেঞ্জ' প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে জনস্বার্থে নিয়োজিত গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পথে অন্তরায় এমন বিষয়ে গবেষণা ও তার ভিত্তিতে সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও নীতি প্রণয়নে কার্যক্রম পরিচালনা করা।

রানা প্লাজা পরবর্তী টিআইবি (অক্টোবর ২০১৩) "তৈরি পোশাক খাত: সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করে। উক্ত গবেষণায় তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের বিভিন্ন সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত হয় এবং উত্তরনের জন্য ২৫ দফা সুপারিশ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক এ খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবায়নের কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তা পর্যবেক্ষণের জন্য টিআইবি ধারাবাহিকভাবে ২০১৪ ও ২০১৫ সালে দুইটি ফলোআপ গবেষণা পরিচালনা করে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে তৃতীয় ফলোআপ গবেষণাটিতে বিগত এক বছরে (২০১৫-২০১৬) তৈরি পোশাক খাতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক মনজুর-ই-খোদা ও নাজমুল হুদা মিনা। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে তৈরি পোশাকখাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন কারখানার মালিক ও কর্মকর্তা, শ্রমিক, শ্রমিক নেতা, বায়ার জোটের প্রতিনিধি, গবেষক, এবং দেশি-বিদেশি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান তথ্য উপাত্ত দিয়ে গবেষণা কর্মটিকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল এই গবেষণা কর্মটির সার্বিক তত্ত্বাবধান করেছেন এবং প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। এছাড়া টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তারা মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাদের সকলের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। টিআইবি আশা করে এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য, বিশ্লেষণ ও সুপারিশসমূহ বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করে এ-খাতে বিরাজমান সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের যে কোনো গবেষণা বা কর্মসূচিতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

এ প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে আপনাদের যে কোনো মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান

নির্বাহী পরিচালক

সূচিপত্র

	মুখবন্ধ	
১	ভূমিকা	৬
২	বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ	৮
৩	বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ	১৩
৫	সার্বিক পর্যবেক্ষণ	১৬
৬	উপসংহার ও সুপারিশ	১৭
৭	*তথ্যসূত্র*	১৯

পরিশিষ্ট-১:

তৈরি পোশাক খাতে বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক সুশাসন কেন্দ্রিক প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি (এপ্রিল, ২০১৫-এপ্রিল, ২০১৬) ২১

ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তৈরি পোশাক খাতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ হতে প্রায় ২৫.৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয় যা দেশের মোট রপ্তানির প্রায় ৮১%[১]। ২০১৪-১৫ সালে বাংলাদেশের জিডিপিতে তৈরি পোশাকখাতের অবদান ছিলো প্রায় ১৩% এবং প্রায় ৪৪ লক্ষ শ্রমিক সরাসরি তৈরি পোশাকখাতের সাথে জড়িত রয়েছে[২]। প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতিতে সবচেয়ে বড় কর্ম-সংস্থানকারী[৩] এবং দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হিসেবে বিবেচিত এ খাতে দেশের অন্যান্য খাতের মতই সুশাসনের বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান। ২০১৩ সালে সংঘটিত 'রানা প্লাজা' দুর্ঘটনা বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের ঘাটতি ও দুর্নীতির দৃশ্যমান উদাহরণ। রানাপ্লাজা দুর্ঘটনার পরবর্তীতে এ খাতে বিদ্যমান সুশাসন ঘাটতি আন্তর্জাতিক ভাবে সমালোচিত হয় এবং খাতের শ্রমিক অধিকার ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে সার্বিকভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন পর্যায় হতে জোরালো চাপ তৈরি হয়। এ দুর্ঘটনা দুঃখজনক হলেও এ খাতের সংস্কারের সুযোগ তৈরি হয়। সরকার ও বায়ারসহ অন্যান্য অংশীজন কমপ্লায়েন্স ও কর্মপরিবেশ উন্নয়নের গুরুত্ব অনুধাবন করে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী সময়ে টিআইবি (অক্টোবর, ২০১৩) একটি গবেষণা পরিচালনা করে। এ গবেষণায় সরকার ও অন্যান্য অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, দায়িত্বে অবহেলা সংক্রান্ত বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতিসহ মোট ৬৩টি বিষয়ে সুশাসনের ঘাটতি চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীতে টিআইবি এ সকল বিষয়ে সরকার ও বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত ১০২ টি উদ্যোগের অবস্থা ধারাবাহিক ভাবে দুইটি ফলোআপ গবেষণায় (এপ্রিল, ২০১৪ এবং এপ্রিল ২০১৫)[৪] পর্যালোচনা করেছে। এ সকল গবেষণায় দেখা যায়, উল্লিখিত মোট ১০২টি উদ্যোগের মধ্যে ২০১৩-১৪ সালে ২২টি এবং ২০১৪-১৫ সালে ১২টি, অর্থাৎ মোট ৩৪টি উদ্যোগ বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। বাস্তাবয়িত এ সকল উদ্যোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, তৈরি পোশাক খাত-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন/ সংশোধন করা, প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিতে বিভিন্ন কমিটি গঠন ও দুর্নীতি বিরোধী প্রশিক্ষণ প্রদান করা, সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা, অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা পরিদর্শনের জাতীয় পর্যায়ে ত্রি-পক্ষীয় জোট গঠন করা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে সেবা প্রদান পর্যায়ে ডিজিটালাইজেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা, রানা প্লাজা ধ্বসে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা প্রভৃতি। এরই ধারাবহিকতায় টিআইবি সরকার ও বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গত এক বছরের (২০১৫-১৬) অসম্পূর্ণ ৬৮টি উদ্যোগের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে তৃতীয় ফলোআপ গবেষণা পরিচালনা করেছে।

১.২ গবেষণা উদ্দেশ্য

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে- রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গত একবছরের (এপ্রিল, ২০১৫ হতে মার্চ, ২০১৬) অগ্রগতি পর্যালোচনা করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- সরকার ও অন্যান্য অংশীজন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ পর্যালোচনা এবং
- গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ নিরুপন ও তা থেকে উত্তরণে সুপারিশ প্রণয়ন

---

১ http://www.bgmea.com.bd/home/about/AboutGarmentsIndustry

২ ibid

৩ ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ৮ জুলাই ২০১২।

4 বিস্তারিত দেখুন, 'তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন: প্রতিশ্রুতি ও অগ্রগতি' (এপ্রিল, ২০১৪) প্রথম ফলোআপ, টিআইবি এবং 'তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন: প্রতিশ্রুতি ও অগ্রগতি' (এপ্রিল, ২০১৫) দ্বিতীয় ফলোআপ, টিআইবি

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য উৎস

এ গবেষণায় গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তৈরি পোশাক খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের (কলকারখানা স্থাপন ও পরিদর্শন অধিদপ্তর, রাজউক, শ্রম পরিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস, গার্মেন্টস মালিক, শ্রমিক সংগঠন, বিজিএমইএ, বায়ার, অ্যকর্ড, অ্যালায়েন্স, আইএলও) নিকট হতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পোশাক খাত অধ্যুষিত সাতটি অঞ্চলে বিভিন্ন কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের সমন্বয়ে বারোটি (১২টি) দলীয় আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিকদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের ওয়েব সাইট, সরকারি প্রতিবেদন, আদালতের নির্দেশনা, গবেষণা প্রতিবেদন এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত খবর ও প্রবন্ধ পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণা কর্মটি নভেম্বর ২০১৫ - এপ্রিল ২০১৬ সময়ে সম্পন্ন করা হয়েছে।

১.৪ গবেষণাভুক্ত অংশীজন

সরকার ও সরকারী সংস্থা- শ্রম ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কলকারখানা প্রতিষ্ঠান ও পরিদর্শন অধিদপ্তর; ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর; রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক); শ্রম পরিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার এবং বেসরকারি সংগঠন মালিক সংগঠন (বিজিএমইএ), শ্রমিক সংগঠন ও বায়ার (আর্ন্তজাতিক ব্র্যান্ড ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠান), কারখানা মালিক ও শ্রমিক কর্তৃক তৈরি পোশাক খাতে শ্রমিক অধিকার, কাঠামোগত নিরাপত্তা, কমপ্লায়েন্স ও খাতের উন্নয়নে গৃহীত উদ্যোগ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি এ গবেষণায় আওতাভুক্ত।

১.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

- গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যসমূহ গত এক বছরে এ খাতে শ্রমিক অধিকার এবং নিরাপত্তা ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ ও তা বাস্তবায়নে অগ্রগতি সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করে। সময় ও সম্পদের স্বল্পতা এবং পরিধির ব্যাপকতার কারণে তৈরি পোশাক খাতের সাথে জড়িত সকল অংশীজনকে এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি
- তাজরিন ও রানা প্লাজার দুর্ঘটনা-পরবর্তী সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশ না করার কারণে এ সংক্রান্ত তথ্যের জন্য দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের ওপর নির্ভর করা হয়েছে।

বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

রানাপ্লাজা পরবর্তীতে কারখানার নিরাপত্তা ও শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতকরণে ও সুশাসনের অন্তরায় দূরীকরণে অংশীজন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ সমূহের গত এক বছরে (এপ্রিল ২০১৫ থেকে মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে। নিম্নে বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উদ্যেগের অগ্রগতি আলোচনা করা হলো-

২.১.১ সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতি ও প্রশাসনিক উদ্যোগ

তাজরিন ফ্যাশন অগ্নিকান্ড ও রানা প্লাজা ধ্বসের প্রেক্ষিতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাপে সরকার ২০১৩ সালের ২২ জুলাই বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধন করে, যা বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৩ হিসেবে পরিচিত। উক্ত সংশোধনীতে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে শ্রমিকের তালিকা মালিক পক্ষকে না দেওয়া, কারখানায় কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ, ৫০০০ শ্রমিকের কারখানায় স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন, ৫০০ শ্রমিক আছে এমন কারখানায় গ্রুপ বীমা করা প্রভৃতি বিধান প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ সংশোনের পর সরকার একইভাবে ইপিজেডে কর্মরত শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতকরণে ইপজেডের জন্য আলাদা শ্রম আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়। ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সালে সরকারের প্রতিশ্রুত ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৬ মন্ত্রীসভায় চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে[৫]। আইনে শ্রমিকদের যৌথ দরকষাকষির অধিকার রক্ষায় শ্রমিক কল্যান সমিতি গঠনের বিধান, ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করা শ্রমিকদের কালো তালিকাভুক্ত না করা, স্থায়ী মজুরি বোর্ড গঠন, দূর্ঘটনাজনিত কারণে ক্ষতিপূরণ পরিমাণ নির্ধারণ, সালিশ-মীমাংসার জন্য বোর্ড গঠন, শ্রমিক অবসরকালীন ভাতা প্রদানের বিধান প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া ইপিজেড-এ শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে সরকার ৮টি ইপিজেড শ্রম আদালত ও ১টি আপিলেট ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। এ সকল আদালতে এ পর্যন্ত ১১৪টি শ্রম মামলা রজ্জু করা হয়েছে যার মধ্যে ৪২টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে[৬]। আবার, ২০১৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর 'শ্রম বিধিমালা, ২০১৫' পাশ করা হয়। সকল ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা, বিধিমালা পাশ হওয়ার ৬ মাসের ভিতর সকল কারখানায় সেফটি কমিটি গঠন, রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ক্রয় আদেশের ০.০৩ শতাংশ দিয়ে তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য আলাদা শ্রমিক কল্যান তহবিল গঠন ও তা পরিচালনায় বোর্ড তৈরির বিধান, দুটি উৎসবে শ্রমিকের জন্য বোনাসের ব্যবস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনসমূহ যে সকল কাজ করতে পারবে না তা স্পষ্টকরণসহ শ্রমিক অধিকার, শ্রমিক নিরাপত্তা ও কর্মপরিবেশের বিভিন্ন বিষয় বিধিমালায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অপরদিকে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক শ্রমিক মালিক দ্বন্ধ নিরসনে 'অলটারনেটিভ ডিসপিউট রিজলিউশন (এডিআর)' গঠনের উদ্যোগ ও সাবকন্ট্রাক্ট ফ্যাক্টরির গাইডলাইন প্রস্তুতি চলমান রয়েছে।'ন্যাশনাল ট্রাইপাইট্রেট কমিটি (এনটিসি)' কর্তৃক সরকারি তদারকি সংস্থাসমূহের পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও প্রতিসম করার জন্য একটি ড্রাফট প্রটোকল অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

২.২.১ অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শিল্প কারখানা স্থাপনে অনুমোদন ও তদারকিতে সরকারের প্রধান সংস্থা হচ্ছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত শ্রমিক কর্মচারীর অধিকার, কাজের শর্তাবলী, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত আইনানুগ বিধানাবলীর যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব এই দপ্তরের। গত একবছরে কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রতিশ্রুত জনবল বৃদ্ধি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী পরিদর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে অধিদপ্তরের ২২% নারী পরিদর্শক কর্মরত আছে, যা পূর্বে ছিলো ১১%[৭]। কেন্দ্রীয় অফিস হতে বিভিন্ন আঞ্চলিক অফিসে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। পোশাক কারখানা অধ্যুষিত অঞ্চলে নতুন স্থাপিত কার্যালয়সমূহে জনবল ও লজিস্টিক প্রদানের মাধ্যমে নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। আইএলও সহযোগিতায় কলকারখানা অধিদপ্তর কর্তৃক খসড়া পরিদর্শন নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে।

[৫] 'সংগঠন করার অধিকার পাচ্ছে শ্রমিকরা'-বনিকবার্তা (১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬); 'ইপিজেড শ্রম আইন অনুমোদন'-জাগো নিউজ ২৪.কম(১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬); 'ইপিজেড শ্রম আইন চূড়ান্ত অনুমোদন'-যুগান্তর (১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬);

[৬]Progress in implementation on Outcome of the Review Meeting of the Sustainability Compact' updated by Bangladesh as on 11 January 2016; http://mincom.portal.gov.bd access on 10th February

[৭] www.dife.gov.bd/ access on 21 March

কলকারখানা স্থাপন ও পরিদর্শন অধিদপ্তরে সকল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পূর্বে ৬টি কমিটি গঠন করা হয়[৮]। এ বছরে এ সকল কমিটির কার্যক্রম শুরু হয়েছে, তন্মধ্যে 'পরিদর্শন নথি প্রদান' কমিটি এনটিপিএ'র আওতায় পরিদর্শিত কারখানার প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে আপলোড এবং বায়ার জোটের পরিদর্শন কার্যক্রম সমন্বয়, অধিদপ্তরের বিভিন্ন বিষয়ে ২৩টি নথি ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অপরদিকে 'জবাবদিহিতা কমিটি' সকল পরিদর্শকদের অ্যান্টি করাপশন ট্রেনিং কার্যক্রম ও কম্পিউটারাইজড রিপোর্টিং মেকানিজম প্রচলন এবং পরিদর্শকদের জন্য 'কোড অব ইথিকস' তৈরির কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অধিদপ্তর কর্তৃক কারখানা সংক্রান্ত একটি তথ্যভান্ডার তৈরি করা হয়েছে যেখানে ৪৬০৬টি তৈরি পোশাক কারখানার প্রাথমিক তথ্য সংযুক্ত করা হয়েছে। সর্বোপরি অধিদপ্তরের সার্বিক উন্নয়নে বাৎসরিক বাজেট ৭২% বৃদ্ধি করে ৩১.৭৫ কোটি[৯] টাকা করা হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

টিআইবি কর্তৃক পরিচালিত প্রথম (২০১৩) গবেষণায় অধিদপ্তর কর্তৃক পোশাক কারখানার অগ্নি নিরাপত্তা সনদ প্রদানে দুর্নীতি, ত্রুটিপূর্ণ পরিদর্শন, তদারকি কার্যে জনবল ও সক্ষমতা ঘাটতি এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতার ঘাটতির অভিযোগ পাওয়া যায়। গত একবছরে অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ২১৮ জন নতুন ওয়্যার হাউস ইন্সপেক্টর নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে। গত এক বছরে ফায়ার সার্ভিস ১০০২ টি কারখানা পরিদর্শন করেছে (পরিদর্শন চলমান রয়েছে) মাঠ পর্যায়ে কর্মরত পরিদর্শকদের পরিদর্শনকৃত কারখানায় কার্যক্রম তদারকির জন্য উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক নিয়মিত তদারকি ও সেবা গ্রহণকারী কারখানা হতে মতামত গ্রহণের পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সার্বিক ভাবে তৈরি পোশাক খাতে ফায়ার সার্ভিসের নেতৃত্বে অগ্নি নিরাপত্তায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)

রানা প্লাজা পরবর্তী কারখানা ও ভবনের ভুমি ছাড়পত্র প্রদান, নকশা অনুমোদন ও তদারকিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজউকের প্রশাসনিক কাঠামো পরিবর্তন করে রাজউক কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ সম্পন্ন করা হয়। রাজউক এলাকাকে ৮টি জোনে বিভক্ত করে প্রতিটি জোনকে তিনটি করে মোট ২৪টি সাব-জোনে বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রতিটি জোনের জন্য ১টি করে মোট ৮টি বিল্ডিং কন্স্ট্রাকশন কমিটি (বিসি কমিটি) এবং সুউচ্চ ভবনের জন্য ২টি বিশেষ বিসি কমিটি গঠন করা হয়েছে[১০]। গত একবছরে ৮টি জোনের কার্যালয় স্থাপনসহ প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। রাজউকে অথরাইজড অফিসার ৩০জন প্রধান পরিদর্শক ২২ জনের ভিতর ৭ জন এবং সহকারি পরিদর্শক ১২২ জনের ভিতর ২০ জনকে নিয়োগ প্রদান সম্ভব হয়েছে। যোগ্য প্রার্থী না পাওয়া যাওয়ায় বাকি জনবল নিয়োগ সম্ভবপর হয় নি। রাজউককৃত অনুমোদিত কারখানার 'ব্যবহার সনদ' গ্রহণের জন্য ভবন মালিকদের নিয়মিত চিঠি প্রদান করা হলেও ভবন মালিকদের কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। অপরদিকে আবেদন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনয়নে লালবাগ ও ধানমন্ডি অঞ্চলে নকশা অনুমোদনে পরাক্ষামূলকভাবে অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়ার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। প্রচারণার অভাবে এ ক্ষেত্রে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। ভবন নিরাপত্তা নিশ্চিতে এবং অবৈধ ভবন নির্মান প্রতিরোধ কার্যক্রমে গতি বৃদ্ধির জন্য দুই জন ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়েছে এবং রাজউক-এ কর্মরত কয়েকজন পরিচালক ও উপ-পরিচালককে ইতিমধ্যে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার

পূর্ববর্তী গবেষণায় দেখা যায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন ও পৌরসভা) হতে ভবন নির্মাণের অনুমোদন নিয়ে নির্মিত কারখানা বিভিন্ন সময়ে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে। সাভারের রানা প্লাজা সাভার পৌরসভা থেকে এবং তাজরিন ফ্যাশন সাভারের ইয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদ হতে অনুমতি নিয়ে তৈরি হয়েছিল। রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী ইউনিয়ন পরিষদকে ভবন নির্মাণ অনুমোদন না প্রদানের জন্য পরিপত্র জারি করা হয়[১১]। এরই প্রেক্ষিতে রাজউক ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে অনুমোদন সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে ২টি কমিটি গঠন করা হয়েছিলো। কমিটির সুপারিশে রাজউক আওতাভুক্ত অঞ্চলসমূহে স্থানীয় সরকার কর্তৃক কোনো অনুমোদন না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে এ সকল অঞ্চলে রাজউকের সাবজোনসমূহ হতে সকল ভবন নির্মানের অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে।

৪

[৯] কলকারখানা স্থাপন ও পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় তথ্যমতে, অধিদপ্তরের ২০১৪-২০১৫ সালে বাজেট বরাদ্দ ছিলো ২৩.৩০ কোটি টাকা।

[১০] স্মারক নং- প্রঃসা. স্ববি/রাজ-১০/৯৯/১৬২, তারিখ ১০ এপ্রিল, ২০১৪।

[১১] রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে ইউনিয়ন পরিষদকে নির্মাণ অনুমোদন না প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে পরিপত্র জারি করা হয়। স্মারক নং- ৪৬.০১৭.০১৮.০০.০০.০১০.২০১১(অংশ-১).২৪১, তারিখ ২৯ এপ্রিল, ২০১৩।

শ্রম পরিদপ্তর ও শ্রমিক সংগঠন

আইএলওর সহযোগিতায় শ্রমপরিদপ্তরে ট্রেডইউনিয়ন নিবন্ধনে এসওপি (স্টান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিওর) তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গত এক বছরে (এপ্রিল ২০১৫ থেকে মার্চ ২০১৬) তৈরি পোশাক খাতে ১২৫টি ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন হয়েছে। রানাপ্লাজা পরবর্তীতে এ খাতে সর্বমোট ৩৫১টি ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন করা হয়েছে। পরিদপ্তরের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিতে নিজস্ব ওয়েবসাইট গঠন করেছে এবং অনলাইনে আবেদন গ্রহণ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। পরিদপ্তরের আওতাধীন ৩০ টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র হতে শ্রমিকদের চিকিৎসা পরামর্শ, বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ, প্রশিক্ষণ এবং বিনোদনমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

কারখানা মালিক

মজুরি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে ৯২ শতাংশ কারখানায় ন্যূনতম মজুরি প্রদান করা হচ্ছে। পূর্ববর্তী গবেষণায় কারখানা কর্তৃক প্রদেয় শ্রমিকদের পরিচয়পত্রে জরুরী ফোন নম্বর না থাকার বিষয়টি চিহ্নিত করা হয়। বর্তমান গবেষণায় গত একবছরে প্রদেয় পরিচয়পত্রে জরুরী ফোন নম্বর সংযুক্ত করতে দেখা যায়। অধিকাংশ কারখানায় শ্রমিকের নিয়োগপত্র দেওয়া হচ্ছে। বাৎসরিক ছুটির টাকা, শ্রমিকের কর্মঘন্টার বেতন মাসিক বেতনের সাথে দেওয়া হচ্ছে। বেতনের পে-স্লিপ প্রদান চলমান রয়েছে এবং বায়ারের কঠোর নজরদারিতে বিশুদ্ধ খাবার পানি, পর্যাপ্ত টয়লেট, বিশ্রামাগার, পর্যাপ্ত আলো-বাতাস ইত্যাদি স্যোশাল কমপ্লায়েন্স বিষয়ে মান বৃদ্ধি হয়েছে। এছাড়া অধিকাংশ কারখানায় কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রায় সকল কারখানায় কল্যাণ কর্মকর্তা হিসেবে নারীদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

মালিক সংগঠন (বিজিএমইএ)

বিজিএমইএ কর্তৃক শ্রমিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন সংস্থার সাথে যৌথভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে- অর্থনীতি বিভাগের সহযোগিতায় শ্রমিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশীক্ষণ, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট এর 'সিপ' প্রজেক্টের আওতায় ৪৩৮০০ জনের প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী চাকুরির ব্যবস্থা এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর 'স্টেপ' ও 'নারী' প্রজেক্টের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া আইএলওর সহযোগিতায় বিজিএমইএর তত্ত্বাবধায়নে একটি অকুপেশনাল সেফটি এবং হেলথ ট্রেনিং প্রোগ্রাম চলমান রয়েছে, এক্ষেত্রে ১১৪ মাস্টার ট্রেইনারকে ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে এবং তাদের মাধ্যমে আরও ৮ হাজার ট্রেইনার তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিজিইএমইএ কার্যালয়ে সদস্য কারখানার শ্রমিক ও মধ্যম সারির কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য অগ্নি নিরাপত্তা সংক্রান্ত ক্রাশ কোর্স চলমান রয়েছে। এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৩৫ জন প্রশিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় এপর্যন্ত ১০৩,০৬৮ জন শ্রমিক এবং ২০,১৮৮ জন মধ্যমসারির কর্মকর্তাকে অগ্নি নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অপরদিকে রানাপ্লাজা পরবর্তী সময়ে বিজিএমইএ শ্রমিকদের জন্য একটি ডাটাবেজ গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল, কিন্তু আর্থিক কারণে এ কার্যক্রমটি স্থবির হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পোশাকখাতে কল্যাণ তহবিল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণের পর মালিকদের সমন্বিত অর্থায়নে ডাটাবেজ গঠনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিজিএমইএর তথ্য মতে ডাটাবেজটিতে ইতিমধ্যে প্রায় ১৫% কারখানার তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

বায়ার

রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নৈতিকতা ও সাপ্লাই চেইনে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বিভিন্ন পক্ষ হতে বায়ারদের ওপর জোরালো চাপ সৃষ্টি হয়। প্রথম বারের মতো শ্রমিক অধিকার ও কর্ম নিরাপত্তা বিষয়ে বায়ার ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠান সম্মলিত ভাবে সাড়া প্রদান করে। ইউরোপিয়ান বায়ারদের জোট অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি ইন বাংলাদেশ[১২] (অ্যাকর্ড) ও আমেরিকান বায়ারদের জোট অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়াকার্স সেফটি[১৩] (অ্যালায়েন্স) কর্তৃক কারখানার অগ্নি, বৈদ্যুতিক ও কাঠামোগত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পরিদর্শন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। অপরদিকে যে কারখানায় অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সভুক্ত বায়ারদের পণ্য উৎপাদন হয় না, তা পরিদর্শনে দাতা দেশের আর্থিক সহযোগিতায় এবং আইএলওর তত্ত্বাবধায়নে

[১২] রানা প্লাজা পরবর্তী (২৩ মে, ২০১৩) ইউরোপিয়ান ১৫০ টি ক্রেতা প্রতিষ্ঠান (বর্তমানে ১৯০টি), ২টি বৈশ্বিক ইউনিয়ন, ৪টি বাংলাদেশী শ্রমিক ইউনিয়ন ফেডারেশন এবং শ্রম অধিকার নিয়ে কাজ করে এমন ৪টি এনজিওর সমন্বয়ে 'অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি ইন বাংলাদেশ' গঠিত হয়, বিস্তারিত দেখুন- http://www.bangladeshaccord.org/

[১৩] বিস্তারিত দেখুন- http://www.bangladeshworkersafety.org/

জাতীয় উদ্যোগে পরিদর্শনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। বর্তমানে এ ধরণের প্রায় সকল কারখানায় জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে[১৪]। পরিদর্শনে প্রাপ্ত ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা বন্ধে গৃহীত উদ্যোগ চলমান রয়েছে[১৫]। জরিপ পরবর্তী কারেক্টিভ অ্যাকশন প্লান এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে[১৬]। সার্বিকভাবে সকল পরিদর্শিত কারখানায় প্রায় ৪৪% সংস্কার সম্পন্ন হয়েছে। অপরদিকে যে সকল কারখানা নির্দিষ্ট সময়সীমায় কারেক্টিভ অ্যাকশন প্লান বাস্তবায়ন করেনি, তাদের সাথে বায়ার কর্তৃক ব্যবসা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে[১৭]। অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা বা টেকনিক্যাল কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে কারখানাসমূহের কাঠামোগত সংস্কারের জন্য বায়ার ও আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা কর্তৃক আর্থিক সহায়তার উদ্দেশ্যে 'রেমিডিয়েশন ফাইনান্স' নামক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রায় ২০০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের তহবিল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে[১৮]। তন্মধ্যে আইএফসি ৫০ মিলিয়ন, ইউএসআইডি ২২ মিলিয়ন এবং জাইকা ১৩ মিলিয়ন ডলার দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় হতাহত শ্রমিকদের সহায়তার উদ্দেশ্যে গঠিত 'রানা প্লাজা ডোনার্স ট্রাস্ট ফান্ড'[১৯] এ পর্যন্ত ৩০ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ট্রাস্ট ফান্ড কর্তৃক ২৮৯৫ জনকে মোট ১৯.৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার বিতরণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে প্রায় ২.৪৮ মিলিয়ন ইউএস ডলার[২০] এবং প্রাইমার্ক কর্তৃক ৬.৩ মিলিয়ন ইউএস ডলার সরাসরি শ্রমিকদের প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া রানা প্লাজায় আহত শ্রমিকদের দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার জন্য ব্র্যাক বাংলাদেশকে ০.৯২ মিলিয়ন ইউএস ডলার বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

২.২.২ অংশীজন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের সার্বিক অগ্রগতি

টিআইবি পরিচালিত পূর্ববর্তী দুইটি ফলো আপ গবেষণায়[২১] সম্পন্ন হওয়া ৩৪টি উদ্যোগ বাদে অবিশিষ্ট ৬৮টি উদ্যোগ বর্তমান গবেষণায় পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় ১২% উদ্যোগ সম্পন্ন, ৫৩% উদ্যোগের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক অগ্রগতি, ১৬% উদ্যোগ ধীর গতিতে চলমান এবং ১৯% উদ্যোগ স্থবির রয়েছে। বাস্তবায়ন সম্পন্ন উদ্যোগগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- তৈরি পোশাক খাতের জন্য আলাদা তহবিল গঠন, শ্রম বিধিমালা ২০১৫ প্রণয়ন, রাজউকের কার্যক্রম পরিচালনায় ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ ও রাজউক কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ সম্পন্নকরণ, মালিক কর্তৃক জরুরী ফোন নম্বরসহ পরিচয়পত্র প্রদান প্রভৃতি[২২]। চলমান অগ্রগতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- সংশ্লিষ্ট খাতে বিভিন্ন আইনি সীমাবদ্ধতা দুরীকরণ, জরিপকার্য ও কারেক্টিভ অ্যাকশন প্লান বাস্তবায়ন, ভবন ও অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ে গঠিত টাস্কফোর্সের কার্যক্রম পরিচালনা, ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা বন্ধ করা, শ্রমিকদের জন্য ডাটাবেজ তৈরি প্রভৃতি। ধীর অগ্রগতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, মুন্সীগঞ্জে পোশাক পল্লী স্থাপন, ৩টি শিল্পাঞ্চলে ফায়ার ষ্টেশন তৈরি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সাবকন্ট্রাক্ট ফ্যাক্টরির জন্য গাইডলাইন বা নীতিমালা প্রস্তুত করা, রানা প্লাজা ও তাজরীন ফ্যাশন মামলার দীর্ঘসূত্রতা প্রভৃতি।

---

[১৪] অ্যালায়েন্স কর্তৃক ৬৬১টি (৭৯০টির মধ্যে), অ্যাকর্ড ১৫৮৯টি (১৬৬১ টির মধ্যে) এবং জাতীয় উদ্যোগে ১৫৪৯ টি (প্রায় ১৮২৭ টির মধ্যে) জরিপ সম্পন্ন হয়েছে- মার্চ,৩০ কারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর, অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স কর্তৃক প্রদেয় তথ্য মতে।

[১৫] এনটিপিএ'র আওতায় অগ্নি ও বিল্ডিং নিরাপত্তা জরিপকার্যে ঝুঁকিপূর্ণ ৩৯ টি কারখানা সম্পূর্ণ বন্ধ এবং ৪২ টি কারখানা আংশিক বন্ধ করা হয়েছে। মার্চ,৩০ কারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর প্রদেয় তথ্য মতে

[১৬] জরিপ পরবর্তী কারেক্টিভ অ্যাকশন প্লান কার্যক্রম- অ্যালায়েন্স পরিদর্শিত ৫৯১ টি কারখানা, অ্যাকর্ড পরিদর্শিত ১৪১৬ টি কারখানা এবং জাতীয় উদ্যোগ কর্তৃক পরিদর্শিত ৩০০ টি কারখানার কারেক্টিভ অ্যাকশন প্লান প্রকাশ এর মধ্যে অ্যাকর্ড পরিদর্শিত ২ টি কারখানায় এবং অ্যালায়েন্স পরিদর্শিত ২৫ টি কারখানায় সম্পূর্ণ কারেক্টিভ অ্যকশন প্লান বাস্তবায়ন, করাখানা স্থাপন ও পরিদর্শন, অ্যাকোর্ড ও অ্যালায়েন্স কর্তৃক প্রদেয় তথ্য মতে

[১৭] অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স প্রদেয় তথ্যমতে

[১৮] "□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□ □□□?" বিস্তারিত দেখুন -http://www.prothom-alo.com/economy/article/823171

[১৯] বিস্তারিত দেখুন- http://www.ranaplaza-arrangement.org/

[২০], প্রধানমন্ত্রীর তহবিলে সংগৃহীত মোট অর্থের পরিমাণ প্রায় ১৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার (প্রায় ১২৭ কোটি টাকা), যার মধ্যে অব্যবহৃত প্রায় ১৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার (১০৮ কোটি টাকা); " তৈরি পোশাকখাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গৃহীত পদক্ষেপ: গত একবছরে অগ্রগতি পর্যালোচনা (২০১৪-২০১৫)", টিআইবি (২০১৫)

[২১] ২০১৩-১৪ সালে চলমান ১০২ টি উদ্যোগের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ৩১% সম্পন্ন হয়েছে, ৬০% অগ্রহতি হয়েছে এবং স্থবির ৯%; ‘‘ " তৈরি পো শাকখাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গৃহীত পদক্ষেপ: গত একবছরে অগ্রগতি পর্যালোচনা (২০১৩-২০১৪)", টিআইবি (২০১৪); ২০১৪-১৫ সালে চলমান ৮০টি উদ্যোগের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ১৫% সম্পন্ন হয়েছে ও ৪৫% প্রত্যাশিত গতিতে চলমান; ধীরগতিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে ১৫% ও স্থবির ২৫%; " তৈরি পোশাকখাতে সুশাসন প্র.তিষ্ঠায় গৃহীত পদক্ষেপ: গত একবছরে অগ্রগতি পর্যালোচনা (২০১৪-২০১৫)", টিআইবি (২০১৫)

[২২] বিস্তারিত দেখুন- পরিশিষ্ট

অপরদিকে রানাপ্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে গৃহীত ১০২টি উদ্যোগ (২০১৩ হতে ২০১৬) পর্যন্ত পর্যালোচনায় দেখা যায়, ৪১% উদ্যোগ বাস্তবায়ন সম্পন্ন, ৩৫% উদ্যোগ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক অগ্রগতি এবং ১১% উদ্যোগের ধীর অগ্রগতি ও ১৩% উদ্যোগের স্থবিরতা লক্ষণীয়।

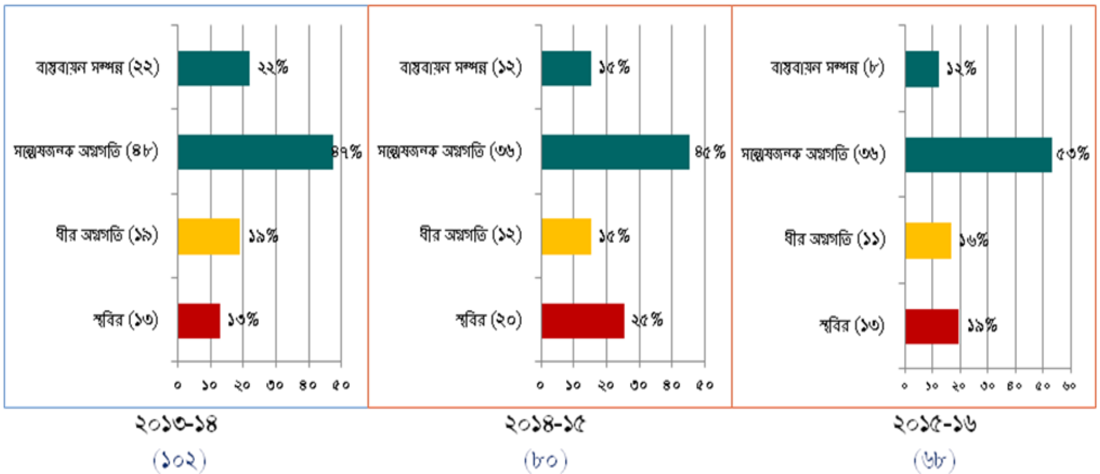

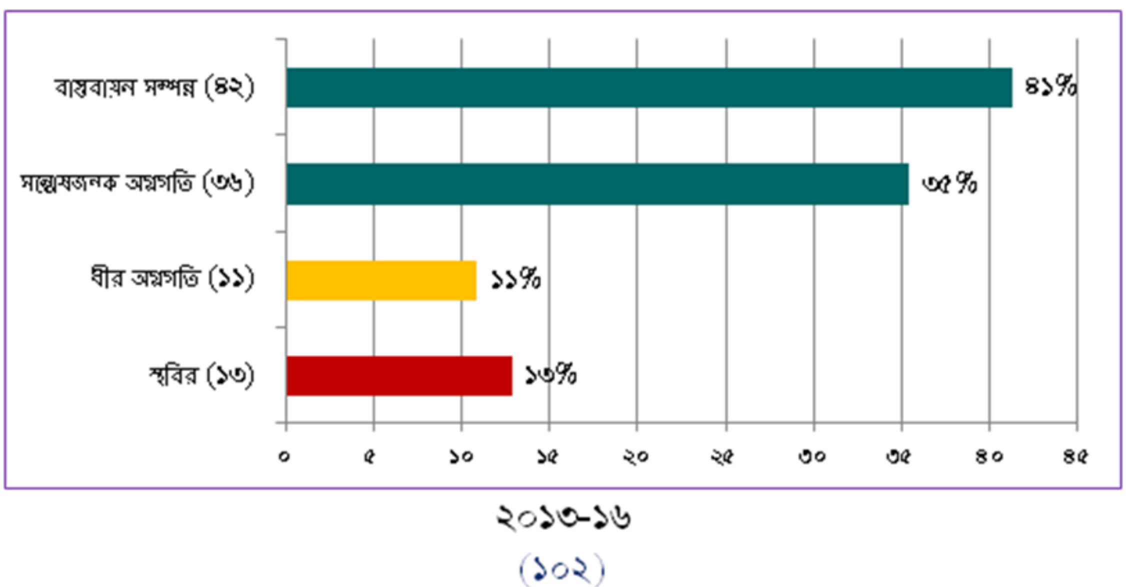

রানাপ্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগসমূহের অগ্রগতি

বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ

গত একবছরে তৈরি পোশাকখাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক অনিয়ম ও সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণ ও তা সমাধানে উদ্যোগী হতে লক্ষ্য করা যায়। ত্রি-পক্ষীয় কর্মকৌশলসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক ও আইনি উদ্যোগ; অগ্নি ও কাঠামোগত নিরাপত্তা বিধানে কারখানা পর্যায়ে জরিপ ও সংস্কার কর্মসূচি; কমপ্লায়েন্স ব্যর্থতা ও দুর্ঘটনার সাথে জড়িতদের আইনের আওতায় আনা, বিভিন্ন তদারকি প্রতিষ্ঠানের সংস্কার ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করাসহ প্রভৃতি উদ্যোগ গ্রহণ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বাস্তবতায় অত্যন্ত ইতিবাচক। কিন্তু বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক বহুমাত্রিক কর্মসূচির প্রায়োগিক পর্যায়ে সমন্বয়হীনতা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ লক্ষ্য করা যায়।

সরকার ও সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে জুলাই ২০১৩ তে শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধন করা হয়। কিন্তু কারখানা পর্যায়ে শ্রম আইনের বিভিন্ন ধারা [২৩, ২৭, ১৮৯, ২(৬৫)] সমূহের অপপ্রয়োগের অভিযোগ রয়েছে। এ সকল ধারা ব্যবহার করে মূলত ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের চাকুরিচ্যুতি এবং শ্রমিকদের কোনো প্রকার সুবিধা প্রদান না করে চাকুরি হতে অব্যহতি প্রদানের অভিযোগ রয়েছে। অপরদিকে মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত ইপিজেড শ্রম আইন ২০১৬ তে গৃহীত বিভিন্ন বিধান সম্পর্কেও সমালোচনা রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ইপিজেড কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সংগঠন নিবন্ধনের বিধান যা মালিক পক্ষের সাথে কর্তৃপক্ষের যোগসাজসের ঝুঁকি তৈরি করে, শ্রমিক কল্যান সমিতি নির্বাচনে ৩০% শ্রমিকের সম্মতির পর পুনরায় ৫০% শ্রমিকের ভোট প্রদানের বিধান শ্রমিকের দরকষাকষির অধিকার বাস্তবায়নে অন্তরায় হিসেবে পরিগণিত হয়। এছাড়া এ আইন অনুযায়ী ইপিজেড কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিত কোনো শ্রমিক কর্তৃক মালিকের বিপক্ষে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা যাবে না এবং চাকুরিতে পুনর্বহালের জন্য মালিকের বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে না[২৩]। অপরদিকে শ্রম আইন প্রণয়নের ৯ বছর পর শ্রম বিধিমালা ২০১৫ পাশ করা হয়েছে। এই বিধিমালায় শ্রম আইন, ২০০৬ এর বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা করা হলেও, এখনও অনেক বিষয়ে দুর্বলতা বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো- কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন না থাকলে অংশগ্রহণ কমিটি গঠনে মালিক কর্তৃক প্রভাব বিস্তারের ঝুঁকি সৃষ্টি (বিধি-৮১ এর উপবিধি-৯); কলকারখানা অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক কর্তৃক সেফটি কমিটি গঠনের নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট বিধান না থাকা (বিধি-৮১ এর উপবিধি-১০); শ্রমিককে উৎসব ভাতা প্রদানে সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হলেও সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারণ না করার কারণে মালিকপক্ষের ইচ্ছানুযায়ী প্রদানের (বিধি ১১১) ঝুঁকি রয়েছে। বিধি প্রণয়নের ৬ মাসের ভিতর সকল কারখানায় সেফটি কমিটি গঠন করার বিধান থাকলেও অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স আওতাধীন অল্পসংখ্যক কারখানায় সেফটি কমিটি গঠনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এছাড়া বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সাবকন্ট্রাক্ট কারখানার জন্য গাইডলাইন বা নীতিমালা প্রস্তুতে দীর্ঘসূত্রতা এ সকল কারখানাসমূহে শ্রমিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে। এ খাতের টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত পোশাক পল্লী স্থাপনে স্থবিরতা শহর অঞ্চলে অবস্থিত কারখানা স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা তৈরি করছে। অন্যদিকে রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী সময়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাসমূহের তদন্তে ধীর গতি ও দীর্ঘসূত্রতা লক্ষনীয়। শ্রম আদালতে মামলা পরিচালনায় দীর্ঘসূত্রতা এবং বিভিন্ন তদারকি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনে শিথিলতা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় নেতিবাচক প্রভাবক হিসেবে এখনো বিদ্যমান।

- **কলকারখানা পরিদর্শন ও স্থাপন অধিদপ্তর এবং শ্রম পরিদপ্তর**

কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও কারখানা নিরাপত্তার অভিযোগ প্রদানে 'হটলাইন' স্থাপন করা হলেও এ সম্পর্কিত প্রচারণার অভাবে সাড়া প্রদানের হার অত্যন্ত কম। ওয়েবসাইটটিতে আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আপলোড করার অ্যাপসমূহ কার্যকর না হওয়ায় এখনও ম্যানুয়ালি আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া ওয়েবসাইট পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। অপরদিকে শ্রমিক অধিকার রক্ষায় শ্রম পরিদপ্তর কর্তৃক একটি 'হটলাইন' স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও এখনও তা বাস্তবায়ন করা হয় নি। শ্রম অধিদপ্তরের ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের পূর্বে শ্রমিকদের পরিচয় না জানানোর বিধান থাকলেও কোনো কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক মালিকদের সাথে যোগসাজসে আগ্রহী শ্রমিকদের পরিচয় জানিয়ে দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বিশেষ স্বার্থ গোষ্ঠীর প্রভাবের অভিযোগ বিদ্যমান। ইউনিয়ন নিবন্ধনে নিয়মবহির্ভুত অর্থ এবং নিবন্ধন যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে পরিদর্শক কর্তৃক যাতায়াত খরচের জন্য আর্থিক সুবিধা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে।

---

[২৩] trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153390.pd দেখা হয়েছে- ২৩ মার্চ, ২০১৬

- **রাজউক এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স**

রাজউকের বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় ৮টি জোনের জন্য ৮টি এবং সুউচ্চ ভবনের জন্য ২টি বিশেষ কমিটিসহ মোট ১০টি বিল্ডিং কন্সট্রাকশন কমিটি (বিসি কমিটি) গঠন করা হয়। কিন্তু রাজউক কর্তৃক জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতার কারণে এসকল কমিটির কার্যক্রম কার্যকরভাবে পরিচালনা করা যাচ্ছে না। ফলে নকশা অনুমোদনে স্বচ্ছতার ঝুঁকি রয়েছে। আবার রাজউক কর্তৃক 'ব্যবহার সনদ' প্রদানের বিধি থাকলেও সনদ গ্রহণে কারখানা মালিকদের আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় না। অথচ রাজউক এক্ষেত্রে কোনো আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। অপরদিকে সম্ভাব্য দুর্ঘটনা দ্রুত মোকাবেলার ঘাটতি দুরীকরণে সরকার কর্তৃক কারখানা অধ্যুষিত ঢাকা অঞ্চলে ৯টি নতুন ফায়ার স্টেশন স্থাপনে দীর্ঘসূত্রতা লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন পক্ষের আপত্তির কারণে অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা, ২০১৪ স্থগিত রয়েছে।

সরকারী অংশীজনসমূহের এসকল বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হচ্ছে বায়ার ফোরাম কর্তৃক পরিচালিত জরিপ ও পরিদর্শন প্রক্রিয়ায় সরকারের তদারকি প্রতিষ্ঠান সমূহের (রাজউক, কলকারখানা অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস) সম্পৃক্ততা না থাকা। ফলে চলমান এ জরিপ কার্যের ভবিষ্যত ধারাবাহিকতা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে। একইসাথে সংশ্লিষ্ট সরকারী অংশীজন তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও জরিপ কাজের সত্ত্ব (ownership) অর্জনের সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

কারখানা মালিক ও মালিক সংগঠন (বিজিএমইএ)

কারখানা মালিক ও মালিক সংগঠন (বিজিএমইএ) কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিগত এক বছরে মালিক কর্তৃক বিজিএমই সদস্য কারখানাসমূহের প্রায় ৯২ শতাংশ কারখানায় মজুরি বোর্ড কর্তৃক ন্যূনতম মজুরি প্রদান করা হচ্ছে। তবে একইসাথে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। একই সাথে ট্রেড ইউনিয়নের সাথে জড়িত শ্রমিকদের হয়রানি, মামলা কিংবা চাকুরিচ্যুত করার বিষয়ে জবাবদিহিতার ঘাটতি এখনও বিদ্যমান। অধিকাংশ কারখানায় অতিরিক্ত কর্মঘন্টার বেতন মাসিক বেতনের সাথে দেওয়া হলেও কোনো কোনো কারখানায় মজুরি ব্যতিত অতিরিক্ত এক ঘন্টা কাজ করানো এবং টার্গেট অতিরিক্ত বাড়িয়ে তা সম্পন্ন করার জন্য অতিরিক্ত কর্মঘন্টার হিসাব গোপন করে কাজ করানোর অভিযোগ রয়েছে। মালিক কর্তৃক অধিকাংশ কারখানায় বাৎসরিক ছুটি প্রদান করা হলেও, কোথাও কোথাও নৈমিত্তিক ও পীড়া ছুটি প্রদান করা হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে কারখানায় অসুস্থ হয়ে কোনো শ্রমিক অনুপস্থিত থাকলে উক্ত ছুটি বাৎসরিক ছুটিতে অন্তর্ভুক্ত করার অভিযোগ রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকের মাতৃত্বকালীন সময়ে কাজের চাপ বাড়িয়ে ও বিরুপ কর্ম পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে তাকে কাজ ছাড়তে বাধ্য করার অভিযোগ রয়েছে। সরকার কর্তৃক বিজিএমইএকে পোশাক পল্লী স্থাপনের দায়িত্ব প্রদান করা হলেও বিজিএমইএ কর্তৃক এখনও কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি। বিজিএমইএর দাবীর প্রেক্ষিতে কারখানা পর্যায়ে অতিরিক্ত কর্মঘন্টা ২ ঘন্টার পরিবর্তে ৬ মাসের জন্য ৪ ঘন্টা বৃদ্ধির প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

শ্রমিক সংগঠন

পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বিগত এক বছরে ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। একই সাথে বিজিএমইএ'র 'পকেট ট্রেড ইউনিয়ন' বা 'ইয়েলো' ট্রেড ইউনিয়নসমূহের কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সরকারি বিভিন্ন কমিটিতে সংযুক্ত হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে অনিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের রাজনৈতিক ও ব্যাক্তি স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে।

বায়ার

অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স পরিদর্শিত কারখানাসমূহের সংস্কার কার্যক্রম চলমান হলেও জাতীয় উদ্যোগে জরিপকৃত কারখানা (১৫৪৯) সমূহের কারেক্টিভ অ্যাকশন প্লান বাস্তবায়ন এখনও শুরু হয় নি। পরিদর্শিত কারখানাসমূহের কারেক্টিভ অ্যাকশন প্লান বাস্তবায়নে আর্থিক চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান রয়েছে। এক্ষেত্রে বায়ার ও আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক সহজ সুদে (০.০১%-০.১% হারে) ঋণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ২০০ মিলিয়ন ডলারের একটি রেমিডিয়েশন প্রকল্প গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রক্রিয়াগত জটিলতার কারণে এ ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা ও উচ্চ সুদে (১০% -১৫%) অর্থ ছাড়ের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, যা মূলত এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাহত করবে।

টেকনিক্যাল কমপ্লায়েন্স প্রতিষ্ঠায় ব্যয়িত খরচ ও শ্রমিকের বর্ধিত মজুরি প্রদানে মালিকপক্ষের দ্বায়িত্বশীল আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু উৎপাদন পর্যায়ে এ বাড়তি খরচ সংকুলানে ব্র্যান্ড ও খুচরা ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ দেখা যায় না। উল্লেখ্য গত ১০ বছরে এ খাতের পণ্য মূল্য আমেরিকার বাজারে প্রায় ৪১% হ্রাস পেয়েছে। সংস্কার কার্যে অ্যালায়েন্স আওতাভুক্ত কারখানাসমূহের জন্য সহজ ঋণের[২৪] ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত মাত্র ৪ টি কারখানায় ১ মিলিয়ন ডলার দেওয়া হয়েছে। অ্যাকোর্ড কর্তৃক এ ধরণের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি।

[২৪] কারেক্টিভ অ্যাকশন প্লান বাস্তবায়নে আইএফসি কর্তৃক ৫০ মিলিয়ন ও ইউএসএইড কর্তৃক ১৮ মিলিয়ন ডলার এর ফান্ড স্বল্প সুদে সহজ লোন হিসেবে ৫ টি ব্যাংক এ জমা এবং ৪ টি কারখানায় ১ মিলিয়ন ডলার দেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত দেখুন -http://www.prothom-alo.com/economy/article/823171

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

১. সরকার ও অংশীজন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের ইতিবাচক অগ্রগতি

বিগত একবছরে (এপ্রিল ২০১৫ – মার্চ ২০১৬) তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নে ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৬ প্রণয়নের উদ্যোগ এবং শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ প্রণয়নের মাধ্যমে সরকার শ্রমিক অধিকার ও কারখানায় নিরাপত্তা নিশ্চিতে আইনী কাঠামো সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকারি অংশীজন হিসেবে কলকারখানা অধিদপ্তরের ও ফায়ার সার্ভিসের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। সেবা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও কার্যকরতা আনয়নের উদ্দেশ্যে কলকারখানা স্থাপন ও পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং রাজউক বিকেন্দ্রীকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ সমূহের বাস্তবয়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। তবে শ্রম পরিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কোনে প্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি। কারখানার মালিক পর্যায়ে কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়নে যে অনিহা ও নেতিবাচক মনোভাব ছিল তা রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী সময়ে অনেকাংশে পরিবর্তীত হয়েছে।

২. অগ্নি, বৈদ্যুতিক ও ভবন নিরাপত্তা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে ইতিবাচক অগ্রগতি হলেও শ্রমিকের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে

ত্রি-পক্ষিয় জোটের আওতায় অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স ও জাতীয় উদ্যোগে রপ্তানিমুখী পণ্য উৎপাদনকারী প্রায় সকল কারখানায় প্রাথমিক জরিপ সম্পন্ন হয়েছে। সার্বিকভাবে কারখানাসমূহে সংস্কার কার্যক্রমের প্রায় ৪৪% বাস্তবায়িত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে জড়িত সরকারি অংশীজন সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তবে সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স বা শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিতে কার্যকর উদ্যোগের ঘাটতি লক্ষণীয়। আইনের মাধ্যমে এ সকল বিষয় নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন সংশোধন ও প্রণয়ন করা হলেও তা যথেষ্ঠ নয়, এবং বাস্তবায়ন পর্যায়েও এখনও ঘাটতি লক্ষনীয়। কারখানা মালিকদের টেকনিক্যাল কমপ্লায়েন্স এর বাড়তি খরচ সংকুলনে বিভিন্নভাবে শ্রমিকদের পাওনা প্রদান না করার অভিযোগ বিদ্যমান। বাড়তি কাজের চাপের মাধ্যমে ও শ্রমিক ছাটাই করে পণ্যের উৎপাদন খরচ কমানোর অভিযোগ রয়েছে।

৩. বিজিএমইএ বা বিকেএমইএ'র সদস্য নয় এমন কারখানার টেকনিক্যাল কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত বা কাঠামোগত সংস্কারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের ঘাটতি

ত্রিপক্ষিয় উদ্যোগের মাধ্যমে যে সকল কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিতে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে তার সবই বিজিএমইএ অথবা বিকিএমইর সদস্য। কিন্তু দেশের প্রায় সাত শতাধিক কারখানা দুইটি সংগঠনের সদস্য নয়। মূলত দেশীয় চাহিদা পূরণ ও অনেক ক্ষেত্রে সাবকন্ট্রাক্টের মাধ্যমে এ সকল কারখানায় পণ্য উৎপাদন করা হয়। কিন্তু এসকল কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিতে উল্লেখযোগ্য কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি।

৪. শ্রমিক অধিকার ও যৌথ দরকষাকষির পরিবেশ সৃষ্টিতে মানসিকতা ও সদিচ্ছার ঘাটতি

রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে সরকার শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধন করে। সংশোধিত আইনে শ্রমিক অধিকার ও যৌথ দরকষাকষির পরিবেশ সৃষ্টিতে শ্রমিক সংগঠন গঠনের ক্ষেত্রে শ্রম পরিদপ্তর কর্তৃক মালিকদের পূর্বেই আগ্রহী ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের তালিকা প্রকাশের সুযোগ বন্ধ করা হয়। আইন অনুযায়ী একই কারখানায় তিনটি ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের বিধান থাকলেও গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে এ বিধান কাগজে কলমে বিদ্যমান। একই কারখানায় একটির অধিক ট্রেডইউনিয়ন গঠন করার কোনো আবেদন সাধারণত গ্রহণ করা হয় না। আবার সংশোধিত আইনে ৩০ শতাংশ শ্রমিকের স্বাক্ষরে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের বিধানটি অধিকসংখ্যক শ্রমিক কর্মরত কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠন অসম্ভব করে তুলেছে। ফলে এটি সরকারের শ্রমিক সংগঠন করার অধিকার বাস্তবায়নে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি হিসেবে সমালোচিত হয়েছে। পরবর্তীতে ২০১৫ সালের শ্রম বিধিমালায় ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের সাথে তাদের স্ত্রী ও আত্মীয় পরিজনের প্রাথমিক তথ্য সম্বলিত অতিরিক্ত কাগজ জমা দেওয়ার বিধান করা হয়, যা ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশনকে আরও কঠিন করে। অপরদিকে ইপিজেড শ্রম আইনে ৩০% শ্রমিকের স্বাক্ষর পাওয়ার পরও পুনরায় কারখানার ৫০% শ্রমিকের ভোটের বিধান শ্রমিক সংগঠন করার বিষয়টিকে আরও কঠিন করে তুলেছে।

এছাড়া কারখানা পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়নের সাথে জড়িত কর্মীদের বিভিন্ন অজুহাতে চাকুরিচ্যুতির অভিযোগ পাওয়া যায়। মূলত এ ক্ষেত্রে শ্রমিক মালিকের পারস্পরিক বিশ্বাসের ঘাটতি লক্ষণীয়।

৫. তৈরি পোশাক খাত সংশ্লিষ্ট মামলায় দীর্ঘসূত্রতা, আদালতের নির্দেশ বাস্তবায়নে সময়ক্ষেপন এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির অনুপস্থিতি

রানা প্লাজা দুর্ঘটনা সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক মোট ১৪ টি কেস ফাইল করা হয়[২৫]। দুর্ঘটনা পরবর্তীতে পেনাল কোড এর ধারা ৩৩৭, ৩৩৮, ৪২৭, ৩০৪(বি) এবং ৩৪ এর ভিত্তিতে পুলিশ রানা প্লাজার মালিক সোহেল রানা এবং ৫টি কারখানার মালিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। অপরদিকে রাজউক বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন অ্যাক্ট ১৯৫২ এর ধারা ১২ এর ভিত্তিতে সাভার পৌরসভার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। অপর একটি মামলা একজন ভুক্তভোগীর পরিবার কর্তৃক ঢাকা জেলা জজ আদালতে করা হয়। পরবর্তীতে উচ্চ আদালত সিআইডিকে মে, ২০১৩ মধ্যে মামলার তদন্ত রিপোর্ট প্রদান করার জন্য নির্দেশ প্রদান করে। অথচ এখন পর্যন্ত ৪টি মামলার মধ্যে কেবল একটি মামরায় চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে- যা আদালত কর্তৃক গ্রহণ না করে পুনরায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়া শ্রম আদালত কর্তৃক দায়েরকৃত মামলাগুলোর কোন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয় নি। অর্থাৎ মামলা প্রতিবেদন প্রদানে দীর্ঘসূত্রতা পরিলক্ষিত হয়। আবার আদালতের নির্দেশ সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তামিল না করা, সাক্ষী হাজিরে ব্যর্থতার মাধ্যমে সময়ক্ষেপন করার সংস্কৃতি লক্ষ্য করা যায়।

৬. উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় প্রেষণা মূলক ব্যবস্থার পরিবর্তে চাপ প্রয়োগের উপর নির্ভরশীলতা

বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য মতে, প্রায় ৯২ শতাংশ কারখানায় ন্যূনতম মজুরি প্রদান করা হচ্ছে। কিন্তু এ বর্ধিত খরচ মেটানোর উদ্দেশ্যে কোনো কোনো কারখানা শ্রমিকদের অতিরিক্ত এক ঘন্টা কোনো প্রকার মজুরি ব্যতিত কাজ করিয়ে নিচ্ছে এবং ক্রমাগত উৎপাদন লক্ষ্য বাড়িয়ে দিচ্ছে, যা শ্রমিকদের দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যের ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। মজুরি বৃদ্ধির পরবর্তীতে অনেক কারখানায় পরিচালনা পর্ষদে অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তাদের নিয়োগের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আবার মজুরি বৃদ্ধি পরবর্তী সময়ে যারা বর্ধিত উৎপাদন টার্গেট নিশ্চিত করতে পারে না তাদের মাস শেষে চাকুরি হতে ছাঁটাই করে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

উপসংহার ও সুপারিশ

তৈরি পোশাক খাতে বিভিন্ন সরকারি অংশীজনের, যেমন কলকারখানা অধিদপ্তর এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণে গৃহীত অধিকাংশ কার্যক্রম সম্পন্ন হলেও, শ্রম পরিদপ্তরে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় নি। কারখানার নিরাপত্তায় বা টেকনিকাল কমপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক অগ্রগতি হলেও, সোশাল কমপ্লায়েন্স বা শ্রমিকের চাকরিকালীন সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার নিশ্চিতের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়।

অন্যদিকে বিজিএমইএ বা বিকেএমইএ'র সদস্য নয় এমন কারখানার টেকনিক্যাল কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ অনুপস্থিত। সরকারের পক্ষ থেকে আইন ও বিধিমালাসমূহ শ্রমিকবান্ধব বা কল্যানমূলক করার লক্ষ্যে কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হলেও, শ্রমিকের যৌথ দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিতে তা যথেষ্ঠ নয়। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনী প্রক্রিয়া আরও জটিল করা হয়েছে। সার্বিক ভাবে এ খাতে খাতের টেকসই উন্নয়ন ও সুশাসন নিশ্চিতে সরকারকে আরও দ্বায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে টিআইবি নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ প্রস্তাব করছে-

ক্রম	সুপারিশমালা	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কেন্দ্রীভূত তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে	সরকার
২	যে সকল কারখানা বিজিএমইএ বা বিকেএমইএ'র সদস্য নয় তাদের টেকনিক্যাল কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে	শ্রম মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়
৩	শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে হবে, এবং তা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে	শ্রম মন্ত্রণালয় ও কারখানা মালিক
৪	রানা প্লাজা ও তাজরিন দুর্ঘটনায় দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে দ্রুত	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

[২৫] পুলিশ কর্তৃক ১টি, রাজউক কর্তৃক ১টি, শিউলি আক্তার নামে একজন শ্রমিক কর্তৃক ১টি মার্ডার কেস এবং বাকি ১১টি মামলা কলকারখানা অধিদপ্তর কর্তৃক শ্রম আদালতে মামলা করা হয়।

	নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে	
৫	যত দ্রুত সম্ভব শ্রমিক ডাটাবেজ গঠন করতে হবে	বিজিএমইএ
৬	পোশাক শিল্পের সাথে জড়িত সব ধরনের কারখানার সমন্বিত তালিকা তৈরি করতে হবে, এবং দ্রুত সাব-কন্ট্রাক্টিং গাইডলাইন তৈরি করতে হবে	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও বিজিএমইএ
৭	শ্রম পরিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শ্রমিক সংগঠন ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিতে নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে	শ্রম মন্ত্রণালয়
৮	সকল কারখানায় কল-কারখানা অধিদপ্তরের হটলাইনের নম্বরটি দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে, এবং এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে	শ্রম মন্ত্রণালয় ও বিজিএমইএ
৯	অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা, ২০১৪ দ্রুত কার্যকর করতে হবে	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১০	কারখানা সংস্কার বাস্তবায়নে বিভিন্ন দাতা সংস্থা কর্তৃক প্রতিশ্রুত ঋণ সহজ সুদে কারখানা মালিকদের দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে এ তহবিলকে বিশেষ তহবিল হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।	অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক

তথ্যসূত্রঃ

১. টিআইবি (অক্টোবর, ২০১৩), **তৈরি পোশাক খাতঃ সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায়।**

২. Anders Pedersen, (2013), "*Data expedition story: "Why garments retailers need to do more in Bangladesh"*, see more at-http://schoolofdata.org, accessed on April 06, 2014.

৩. ILO (2013), Bangladesh: Seeking better employment conditions for better socioeconomic outcomes

৪. Maher.S (2013) ''Hazardous *workplaces: Making the Bangladesh Garment Industry Safe*" page10, Clean cloths campaign.

৫. Clean Clothes Campaign (October, 2013) *''Still Waiting: six months after historys deadliest apparel industry disaster, workers continue to fight for compensation",* Clean cloths campaign.

৬. http://www.ilo.org

৭. http://www.bangladeshaccord.org/

৮. http://www.bangladeshworkersafety.org/

৯. http://www.mole.gov.bd/

১০. http://www.ranaplaza-arrangement.org/

পরিশিষ্ট

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন: প্রতিশ্রুতি ও অগ্রগতি

তৈরি পোশাক খাতে বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক সুশাসন কেন্দ্রীক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অগ্রগতি পর্যালোচনা (এপ্রিল ২০১৫- মাচ ২০১৬)

১.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারী উদ্যোগ

ক্রম	সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	অবস্থা (২০১৪)	অবস্থা (২০১৫)	অবস্থা (২০১৬)	অগ্রগতি	মন্তব্য /পর্যবেক্ষণ
১.	বাংলাদেশ শ্রম আইনের সীমাবদ্ধতা	১. বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩ পাশ	"বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৪", জুলাই ২০১৪ তে মন্ত্রীসভায় নীতিগত অনুমোদন	খসড়া 'ইপিজেড শ্রম আইন - ২০১৬' মন্ত্রীসভায় চুড়ান্ত অনুমোদন। পুন:নিরীক্ষণ এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৮ টি লেবার কোর্ট এবং ১ টি আপিলেট ট্রাইবুন্যালের উপর ৮টি ইপিজেড এর সংক্ষুব্ধ শ্রমিকদের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য দায়িত্ব দেওয়া। এখানে ১১৪ টি শ্রম মামলা রজ্জু করা হয়েছে, যার মধ্যে ৪২টি মামলার মীমাংসা হয়েছে	সন্তোষজনক অগ্রগতি	পর্যাপ্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার অনুপস্থিতি ও বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা, পরিদর্শকদের জবাবদিহিতা উল্লেখ না থাকা, অপর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ, আইএলও কনভেনশনের (২৯, ৮৭, ৯৮, ১০৫) সাথে অসামঞ্জস্যতাসহ বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা এখনও বিদ্যমান শ্রম আইনের ধারা [(২৩, ২৭, ১৮৯, ২(৬৫)] সমূহের অপব্যবহারের অভিযোগ খসড়া ইপিজেড শ্রম আইনে ওয়েলফেয়ার কমিটি গঠনে ৩০% শ্রমিকের সম্মতি ছাড়াও গণ ভোটের বিধান করার মাধ্যমে শ্রমিক ওয়েলফেয়ার কমিটি গঠন প্রক্রিয়া কঠিন করা হয়েছে
২.	ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ও অগ্নি নির্বাপণ আইনে অসামঞ্জস্য	২. খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন ও বিধিমালা পর্যালোচনার জন্য টাস্কফোর্স গঠন	অগ্রগতি নেই	অগ্রগতি নাই	বাস্তবায়ন স্থবির	নিয়ন্ত্রক সংস্থা নির্ধারণে গণপূর্ত ও আইন মন্ত্রণালয়ের মধ্যকার বিরোধের জন্য বিল্ডিং কোড তৈরিতে দীর্ঘসূত্রতা

৩.	তৈরি পোশাক খাতের শ্রম বিধিমালার অনুপস্থিতি	৩. তৈরি পোশাক খাতের জন্য শ্রম বিধিমালা প্রণয়নাধীন	বিধি প্রণয়নের জন্য গঠিত কমিটি কর্তৃক কার্যক্রম চলমান	সেপ্টেম্বর ২০১৫ এ শ্রমবিধিমালা পাশ	বাস্তবায়ন সম্পন্ন	আইন বহির্ভূত বিষয় সংজ্ঞায়িত (তদারকি কর্মকর্তা, প্রশাসনিক বা ব্যবস্থাপনামূলক কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যাক্তি) কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন না থাকলে অংশগ্রহণ কমিটি দ্বারা সেফটি কমিটি গঠনে মালিক কর্তৃক প্রভাব বিস্তারের ঝুঁকি সৃষ্টি হওয়া (বিধি-৮১ এর উপবিধি-৯) সেফটি কমিটি গঠনে মহাপরিদর্শক কর্তৃক কি প্রক্রিয়ায় নির্বাচন করা হবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট বিধান না থাকা (বিধি ৮১ এর উপবিধি ১০) নৈমিত্তিক ছুটি অথবা পীড়া ছুটির মধ্যে কোনো সাপ্তাহিক বা উৎসব ছুটি পড়লে উক্ত ছুটি মূল ছুটির অন্তর্ভূক্ত হবে (বিধি-১০৬), যা শ্রমিকের ছুটি প্রাপ্তির অধিকারের সাথে সাংঘর্ষিক (বিধি-১০৬) ১ বৎসর কর্মসময় অতিক্রমকারী শ্রমিককে উৎসব ভাতা প্রদানে সর্বোচ্চসীমা নির্ধারণ করা হলেও সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারণ না করার কারনে মালিকপক্ষের ইচ্ছানুযায়ী প্রদানের সুযোগ থাকা। (বিধি-১১১) বিধি অনুযায়ী কারখানা সমূহে ৬ মাসের ভিতর সেফটি কমিটি গঠনের বিধান করা হলেও এখন পর্যন্ত ট্রেড ইউনিয়ন এবং পার্টিসিপেশন কমিটি আছে এমন অল্পসংখ্যক কারখানায় সেফটি কমিটি গঠন
৪.	সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানার জন্য	৪. সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানার	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে	ধীর অগ্রগতি	চূড়ান্তকরণে সুনির্দিষ্ট সময় সীমা উল্লেখ নেই

	নীতিমালা না থাকা	জন্য গাইড লাইন প্রণয়নাধীন	গাইড লাইন প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান	গাইড লাইন প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজন কর্তৃক মতামত প্রেরণ		
৫.	লিড মিনিস্ট্রির অনুপস্থিতি	কোন উদ্যোগ নেই		কোন উদ্যোগ নেই	-	অপরিবর্তিত
৬.	সরকারি বিভিন্ন (১৭টি) প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়হীনতা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে ২০টি সনদ/নিবন্ধন গ্রহণে জটিলতা ও আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতি	৫. কারখানা নিবন্ধন, অগ্নি, বৈদ্যুতিক, কেমিক্যাল ও পরিবেশ সনদ প্রদান প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় সংশোধনে টাস্কফোর্স গঠন	তৈরি পোশাক কারখানার নিবন্ধন সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রধান পরিদর্শক এর পরিদর্শনকৃত অনুমোদন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে জিএসপি সার্টিফিকেট প্রদানে দুর্নীতি রোধে অটোমেশন সার্ভিস চালুকরণ তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য পৃথক বিল্ডিং কোড তৈরির উদ্যোগ জরিপ পরবর্তী সংস্কার কার্যক্রম পরিবীক্ষণে (একটি ভবন নিরাপত্তা ও অপরটি বিদ্যুৎ নিরাপত্তা) ২টি টাস্ক ফোর্স গঠন	ন্যাশনাল ট্রাইপার্টেট কমিটি (এনটিসি) কর্তৃক সরকারি তদারকি সংস্থাসমূহের পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও প্রতিসম করার জন্য একটি ড্রাফট প্রটোকল অনুমোদন করা হয়েছে	সন্তোষজনক অগ্রগতি	চাত্তক্ষকত্সতহ
		৬. তৈরি পোশাক খাতে অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা সংক্রান্ত টাস্কফোর্স গঠন	টাস্কফোর্স কর্তৃক বিভিন্ন বিষয়ে কার্যক্রম চলমান-এ পর্যন্ত ৮টি সভা পরিচালিত হয়েছে টাস্কফোর্স জিআইজেড , আইএলও এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক গৃহীত অগ্নি ও	টাস্কফোর্স কর্তৃক বিভিন্ন বিষয়ে এ পর্যন্ত ১১ টি সভা পরিচালিত হয়েছে	সন্তোষজনক অগ্রগতি	টাস্বফোর্স এর কার্যক্রম নিয়মিত প্রকাশের কোনো ব্যবস্থা না থাকা

			ভবন নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্প সমন্বয় সাধন করছে			
৭.	কম মজুরি (ন্যূনতম মজুরি ৩০০০ টাকা)	৭. ন্যূনতম মজুরি বোর্ড কর্তৃক মজুরি বৃদ্ধি	কারখানা পর্যায়ে ন্যূনতম মজুরি প্রদানের অবস্থা নিরূপণে নিয়মিত পরিবীক্ষণের উদ্যোগ	বাস্তবায়ন সম্পন্ন	বাস্তবায়ন সম্পন্ন	৯২% কারখানায় ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন শ্রমিকদের জন্য উৎপাদন লক্ষ্য বৃদ্ধি এবং উৎপাদন বাড়াতে চাপ প্রয়োগের অভিযোগ -তবে জীবনযাত্রার ব্যয়ের তুলনায় এই মজুরি বাস্তবসম্মত কিনা তা নিয়ে বিতর্ক আছে। তদুপরি এটি লিভিং ওয়েজ, ফেয়ার ওয়েজ প্রভৃতি ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ নয় বলে মনে করা হয়
৮.	অপর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ (মৃত্যু-১ লাখ, স্থায়ী পঙ্গুত্বে ১.২৫ লাখ)	৮. ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধির পর্যালোচনার জন্য কমিটি গঠন	কোনো অগ্রগতি নাই	কোনো অগ্রগতি নাই	বাস্তবায়ন স্থবির	ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে কমিটি গঠিত হলেও কোনো কার্যক্রম শুরু করে নি

৯.	বিচার প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা ও বিচার না হওয়ার সংস্কৃতি শ্রমিকদের মামলা পরিচালনায় আইনগত সহায়তার জন্য সরকারি আইনজীবী না থাকা	৯. কারখানার মালিক ও রানা প্লাজার মালিকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের ১০.কলকারখানা অধিদপ্তর কর্তৃক কারখানার মালিক ও রানা প্লাজার মালিকের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে ১১টি মামলা দায়ের ১১.রাজউক কর্তৃক সাভার পৌরসভার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ভবন মালিক, কারখানার মালিকবৃন্দ, অনুমোদনকারী প্রকৌশলী গ্রেফতার	সিআইডি কর্তৃক রানা প্লাজা সংশ্লিষ্ট দু'টি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়নি	২১ ডিসেম্বর, ২০১৬ এ মৃত্যুঘটানোর অভিযোগে দন্ডবিধি আইনে ও ইমারত নির্মাণ আইনে ৪১ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট আদলত কর্তৃক আমলে গ্রহণ এবং ২৪ জন পলাতক আসামীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা ১২ আসামিকে আদালতে হাজিরের জন্য দুটি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান	ধীর অগ্রগতি	রানা প্লাজা মামলায়- ৪১ জনের চার্জশিট আদালত কর্তৃক আমলে গ্রহণ, ২৪ জন পলাতক আসামীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি, গ্রেফতারকৃত ২১ জনের মধ্যে ৮ জনের জামিন মঞ্জুর, পরপর দুইবার সাক্ষী হাজিরে ব্যর্থতায় মামলা দীর্ঘসূত্র ও দুর্বল হওয়া দুদক দায়েরকৃত ৪টি মামলার ১টি মামলায় চার্জশিট দাখিল; আদালত কর্তৃক পুনরায় তদন্তের নির্দেশ দীর্ঘ ৩ বছর পর তাজরিন ফ্যাশন মামলায় সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু শ্রম আদালতে মামলা পরিচালনায় দীর্ঘসূত্রতা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মামলার রায় হতে ১০-১২ বছর সময় লেগে যায় আদালতের পেশকার ও পিওনদের মালিকের সাথে যোগসাজসে মামলায় দীর্ঘসূত্রতা তৈরির অভিযোগ
		১২.তাজরিন ফ্যাশনের মামলার চার্জসিট প্রদান এবং চেয়ারম্যান ও পরিচালককে গ্রেফতার	সিআইডি কর্তৃক একটি মামলায় চূড়ান্ত প্রতিবেদন, প্রতিবেদনে তাজরিন ফ্যাশন সংক্রান্ত মামলার অভিযোগপত্রে কারখানা মালিককে নির্দোষ হিসেবে উপস্থাপন		ধীর অগ্রগতি	মার্চ, ২০১৫ এ আদালত কর্তৃক পুনরায় সিআইডিকে তদন্তের নির্দোষ
		১৩.দুদক কর্তৃক মালিক এবং	একটি মামলার চার্জশীট	আদালত কর্তৃক দুদককে মামলাটি পুনরায় তদন্তের	বাস্তবায়ন স্থবির	রানাপ্লাজা ভবন নির্মান ও নকশা অনুমোদনে জড়িত ব্যক্তিদের মামলার চার্জশীটে সংযুক্ত না করায়

		সাভার পৌরসভা ও রাজউক এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তদন্তের সিদ্ধান্ত	দেওয়া হয়েছে	নির্দেশ		মামলাটি পুনরায় তদন্তের নির্দেশ
১০.	বাসা-বাড়ি ও বাণিজ্যিক ভবনে অপরিকল্পিত ভাবে পোশাক কারখানা স্থাপন	১৪. মুন্সিগঞ্জে একটি পোশাক শিল্প পল্লী স্থাপনের সিদ্ধান্ত	প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় কর্তৃক কার্যক্রম চলমান চট্টগ্রামে অপর একটি পোশাক পল্লী স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ	মুন্সিগঞ্জ পোশাক পল্লী স্থাপনে বিজিএমইএ কে দায়িত্ব অর্পণ কিন্তু জমির মূল্য তুলনামূলক বেশি হওয়ায় কার্যক্রমে স্থবিরতা	ধীর অগ্রগতি	সরকার কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ না করে, বিজিএমইএ'র উপর সার্বিক দায়িত্ব অর্পণ; বিজিএমইএ কর্তৃক জমি ক্রয়ের সম্ভাবনায় জমির মূল্য কয়েকগুন বেড়ে যাওয়ায় কার্যক্রমে স্থবিরতা

১.২ মালিক কর্তৃক কারখানা পরিচালনায় গৃহীত কার্যক্রম

ক্রম	সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	অবস্থা (২০১৪)	অবস্থা (২০১৫)	অবস্থা (২০১৬)	অগ্রগতি	মন্তব্য /পর্যবেক্ষণ
১১.	পরিচয় পত্রে জরুরি যোগাযোগের ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর না থাকা	কোন উদ্যোগ নেই	অধিকাংশ কারখানায় পরিচয়পত্র প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে	অধিকাংশ কারখানায় পরিচয় পত্রে শ্রমিকের জরুরী যোগাযোগ এর ঠিকানা ও ফোন নম্বর সন্নিবেশিত করা হয়েছে	সম্পন্ন	----
১২.	হাজিরা খাতা সংরক্ষণ না করা	১৫. শ্রমিকের মাসিক হাজিরা ও বেতন শিট বিজিএমইতে নিয়মিত প্রদান	শ্রমিকের মাসিক হাজিরা ও বেতন শিট বিজিএমইতে নিয়মিত প্রদান করা হচ্ছে না	কোনো অগ্রগতি নাই	বাস্তবায়ন স্থবির	২০১৪ সালে বিজিএমই কর্তৃক এই নিয়ম চালু করা হয়, পরবর্তীতে বিজিএমই এ নিয়ম শিথিল করেছে
১৩.	দৈনিক অতিরিক্ত দুই ঘণ্টার বেশি (৫-৮ঘন্টা) কাজ করানো অতিরিক্ত কর্মঘন্টার বেতন মাসিক বেতনের সাথে না দেওয়া	১৬. অতিরিক্ত কর্মঘন্টার বেতন মাসিক বেতনের সাথে দেওয়ার প্রচলন	কর্মঘন্টার বেতন মাসিক বেতনের সাথে দেওয়ার প্রচলন চলমান	সম্পন্ন	সম্পন্ন	কোনো কোনো কারখানায় ২ ঘন্টার অতিরিক্ত কাজ করানো হলে তা বেতনের সাথে প্রদান না করা।
		১৭. অধিকাংশ কারখানায় অতিরিক্ত কর্মঘন্টা কাজ না করানোর প্রচেষ্টা	কোনো কোনো কারখানায় অতিরিক্ত এক ঘন্টা মজুরি বিহীন কাজ কারানোর প্রবণতা	টার্গেট বাড়িয়ে অতিরিক্ত কর্মঘন্টা নিয়মিত কর্মঘন্টা হিসেবে দেখানোর প্রবণতা। এ ক্ষেত্রে পান্চ মেশিনে পূর্বে নিয়মিত কর্মঘন্টা শেষে সাক্ষ্য রেখে পরবর্তি সময় কাজ করানো	বাস্তবায়ন স্থবির	শ্রমিকদের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত কাজের সময়সীমা বৃদ্ধির চাহিদা রয়েছে কিছু কারখানায় এক ঘন্টা অতিরিক্ত মজুরিবিহীন কাজ করানো বা টার্গেট বাড়িয়ে অতিরিক্ত কর্মঘন্টা নিয়মিত কর্মঘন্টা হিসেবে দেখানোর অভিযোগ অতিরিক্ত কাজের ক্ষেত্রে রাতে যাতায়াতে নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি
		১৮. কারখানার অধিকাংশ শাখায় নিয়ম	বিজিএমই এর প্রভাবে অতিরিক্ত চার ঘন্টা কাজ	কারখানসমূহে অতিরিক্ত কর্মঘন্টা হিসেবে দুঘন্টা কাজ	সন্তোষজনক অগ্রগতি	

		মাফিক অতিরিক্ত দু'ঘন্টা কাজ করানো	করানোর প্রজ্ঞাপন জারী	করানোর প্রবণতা বৃদ্ধি		
১৪.	কারখানা স্থাপনের অনুমোদন নেই এমন ভবনে (যেমন আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন) কারখানা স্থাপন	১৯. সরকার কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ চলমান	অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স ও বুয়েট কর্তৃক এ ধরনের কারখানার উৎপাদন বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ	৩৯ টি কারখানা সম্পূর্ন বন্ধ ঘোষণা- অ্যাকর্ড (২৬), অ্যালায়েন্স (১০) ও জাতীয় উদ্যোগ (৩) টি ৪২টি কারখানা আংশিক বন্ধ ঘোষণা- অ্যাকর্ড (১৪) , অ্যালায়েন্স (১২) ও জাতীয় উদ্যোগ (১৬) টি	সন্তোষজনক অগ্রগতি	কারখানার অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তায় বা টেকনিকাল কমপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রে ইতিবাচক অগ্রগতি -প্রায় শতভাগ প্রাথমিক জরিপ সম্পন্ন, রেমিডিয়েশন কার্যক্রমে সন্তোষজনক অগ্রগতি ৪৪%, তবে জাতীয় উদ্যোগের অধীন ৩০০টি কারখানার শুধুমাত্র ক্যাপ প্রকাশ
১৫.	অনেক ক্ষেত্রে বিকল্প সিঁড়ি ও মূল সিঁড়ির দুর্বল কাঠামো ও নির্ধারিত মান ও স্থানে না হওয়া বিদ্যুৎ সংযোগে অনিয়ম	২০. কাঠামোগত, বৈদ্যুতিক সমস্যা চিহ্নিত করার জন্য এনটিসি আওতায় অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স ও বুয়েট কর্তৃক জরিপ চলমান	৩২ টি কারখানা সম্পূর্ন বন্ধ ঘোষণা- অ্যাকর্ড (২৬), অ্যালায়েন্স (৫) ও বুয়েট (১) টি ২১টি কারখানা আংশিক বন্ধ ঘোষণা- অ্যাকর্ড (৮), অ্যালায়েন্স (৮) ও বুয়েট (৫) টি		সন্তোষজনক অগ্রগতি	নতুন কারখানা স্থাপনে এ সকল বিষয় কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে
১৬.	স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কল্যাণ কর্মকর্তা না থাকা	২১. অধিকাংশ কারখানায় আইনের এ বিধান বাস্তবায়নের প্রচলন শুরু হয়েছে	অধিকাংশ কম্প্লায়েন্স কারখানায় স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ও কল্যান কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে	সকল কমপ্লায়েন্স কারখানায় স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ অধিকাংশ কারখানায় কল্যাণ কর্মকর্তা হিসেবে নারী কর্মকর্তা নিয়োগ	সন্তোষজনক অগ্রগতি	স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রশিক্ষিত ডাক্তারের পরিবর্তে শুধুমাত্র সেবিকা দ্বারা স্বাস্থ্য বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের অভিযোগ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি না থাকা শুধুমাত্র নাপা বা প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ দ্বারা সকল অসুখের চিকিৎসা করানোর অভিযোগ

১৭.	ট্রেড ইউনিয়নের পরিবর্তে অংশগ্রহণকারী কমিটির ওপর গুরুত্ব আরোপ এবং ট্রেড ইউনিয়ন করতে নিরুৎসাহিত করা	২২. ৩০% শ্রমিকের স্বাক্ষরে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন	ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের আবেদন যাচাইয়ের ক্ষেত্রে কোনো কোনো মালিক কর্তৃক কারখানায় প্রকৃত শ্রমিকের সংখ্যার তুলনায় শ্রমিক সংখ্যা বেশি দেখানো শ্রম পরিদপ্তরের কোনো কোনো কর্মকর্তার মাধ্যমে নিবন্ধনের পূর্বেই ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের সম্পর্কে তথ্য প্রাপ্তি এবং এর প্রেক্ষিতে মালিক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট নেতা ও শ্রমিকদের চাকুরিচ্যুতি সহ বিভিন্ন নিপীড়ন করা	অগ্রগতি নেই	বাস্তবায়ন স্থবির	ইউনিয়ন/ফাউন্ডেশনের সাথে জড়িত শ্রমিকদের চিহ্নিত করে হয়রানি/মামলার ভয়/ চাকুরিচ্যুতি ট্রেড ইউনিয়ন বন্ধে মালিক কর্তৃক নিজস্ব তত্ত্বাবধায়নে শ্রমিকদের দিয়ে দল গঠন এবং তাদের মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের মানসিক নির্যাতন ও শারীরিক অত্যাচার করা
১৮.	বিশ্রামাগার, বিশুদ্ধ খাবার পানি, পর্যাপ্ত টয়লেট, ক্যান্টিন, চিকিৎসা সুবিধা, পর্যাপ্ত ফ্যান ও চলাচলের জায়গা ও বর্জ্য পরিশোধনাগারের অভাব/ অনুপস্থিতি	২৩. এ সকল বিষয়ে বায়ার প্রতিনিধি ও পরিদর্শকদের পর্যবেক্ষণে ইতিবাচক অগ্রগতি	ইতিবাচক অগ্রগতি চলমান	ইতিবাচক অগ্রগতি চলমান	সন্তোষজনক অগ্রগতি	নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা না করা

১.৩ মালিক সংগঠন (বিজিএমইএ) কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়নাধীন পদক্ষেপ

ক্রম	সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	অবস্থা (২০১৪)	অবস্থা (২০১৫)	অবস্থা (২০১৬)	অগ্রগতি	মন্তব্য /পর্যবেক্ষণ
১৯.	বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও সরকারি কর্তৃত্ব চর্চা (ইউডি প্রদান)	কোন উদ্যোগ নেই	কোন উদ্যোগ নেই	কোন উদ্যোগ নেই	-	অপরিবর্তিত
২০.	অগ্নি নিরাপত্তা ও কমপ্লায়েন্স বিষয়ে সমন্বিত অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ	২৪. কারখানার মধ্যমসারির কর্মকর্তা ও তত্ত্বাবধায়কদের অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক ক্রাস কোর্স চালু এবং এ লক্ষ্যে ৩৫ জন প্রশিক্ষক নিয়োগ	১৩৫৯ টি ক্রাশ কোর্স পরিচালনা এবং ৫৪,২৪০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ	আইএলওর সহযোগিতায় বিজিএমইএ'র একটি অকুপেশনাল সেফটি এবং হেলথ ট্রেনিং প্রোগ্রাম পরিচালনা- ১১৪ মাস্টার ট্রেইনারকে ট্রেনিং প্রদান এবং তাদের মাধ্যমে আরও ৮ হাজার ট্রেইনার তৈরির লক্ষমাত্রায় প্রশিক্ষণ চলমান ক্রাশ কোর্সের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১০৩,০৬৮ জন শ্রমিক এবং ২০,১৮৮ জন মধ্যমসারীর কর্মকর্তাকে অগ্নি নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান	সন্তোষজনক অগ্রগতি	চলমান রয়েছে
২১.	পোশাক খাতের শ্রমিকদের তথ্য ভান্ডার না থাকা	২৫. বিজিএমইএ কর্তৃক তথ্য ভান্ডার করার উদ্যোগ গ্রহণ	কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে	কার্যক্রম চালু হয়েছে	সন্তোষজনক অগ্রগতি	মালিকদের সম্মিলিত অর্থায়নে তথ্যভান্ডার তৈরির কাজ শুরু প্রায় ৩০-৩৫% কার্যক্রম সমাপ্ত -মাত্র ৫২৫টি (প্রায় ১৫%) কারখানার তথ্য সংরক্ষণ - ৩০ এপ্রিল ২০১৬ নতুন ডেডলাইন

						নির্ধারণ
২২.	নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রভাব: (উৎস করের হার ১.২০ % কমিয়ে ০.৮০ % করা, আইন ও নীতি সংস্কারে বিজিএমইএ কর্তৃক লবিইস্টের নিয়োগ)	কোন উদ্যোগ নাই রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি- রপ্তানিমূল্যের ওপর দশমিক ২৫% হারে নগদ সহায়তা, উৎস কর ০.৮% থেকে কমিয়ে ০.৪% নির্ধারণ এবং নতুন বাজারে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ২% নগদ সহায়তা বাড়িয়ে ৩% করা	কোনো উদ্যোগ নাই রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি- রপ্তানিমূল্যের ওপর দশমিক ২৫ % থেকে বাড়িয়ে ১ % ও টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে ৫ % হারে নগদ সহায়তা নির্ধারণ, উৎস কর ০.৮ % থেকে কমিয়ে ০.৩ % নির্ধারণ এবং নতুন বাজারে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে নগদ সহায়তা ৩ % কারখানার ছাদে ২৫% স্থাপনা রাখার প্রজ্ঞাপন জারি	টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে ৫ % থেকে বাড়িয়ে ৫.২৫ % নগদ সহায়তা নির্ধারণ এবং উৎস কর ০.৩ % থেকে বাড়িয়ে ০.৬ % নির্ধারণ	বাস্তবায়ন স্থবির	তৈরি পোশাক মালিকদের জন্য প্রস্তাবিত উৎস কর ০.৮% থেকে কমিয়ে ০.৬% করা
২৩.	বিরোধ নিষ্পত্তিতে অনিয়ম , পছন্দনীয় শ্রমিক নেতাদের মাধ্যমে .শ্রমিকদের দাবি অবদমিত করা	২৬. শিল্প মন্ত্রণালয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি সেল গঠনের সিদ্ধান্ত	সরকার কর্তৃক অল্পসংখ্যক কারখানায় পরীক্ষামূলকভাবে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সাপোর্ট লাইন স্থাপনের সিদ্ধান্ত বিরোধ নিষ্পত্তিতে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১০০ (শ্রমিক, কারখানা কর্মকর্তা, শ্রম পরিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং ট্রেড ইউনিয়ন লিডার) জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিরোধ নিষ্পত্তি সেল গঠনের প্রক্রিয়া স্থবির	বাস্তবায়ন স্থবির	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোনো কার্যক্রম গৃহীত হয় নি বিরোধ নিষ্পত্তিতে বিজিএমইএ'তে কনসিলিয়েশন কাম আরবিট্রেশন কমিটি কাজ করছে। ১৯৯৮ সাল হতে এ পর্যন্ত মোট ৯,২৫০টি বিরোধ নিষ্পত্তি -

১.৪ কলকারখানা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়নাধীন পদক্ষেপ

ক্রম	সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	অবস্থা (২০১৪)	অবস্থা (২০১৫)	অবস্থা (২০১৬)	অগ্রগতি	মন্তব্য /পর্যবেক্ষণ
২৫.	অপর্যাপ্ত জনবল- ৩১৪ জন (মঞ্জুরিকৃত ১০৩ জন কারখানা পরিদর্শকের মধ্যে কর্মরত ৫৬ জন) ঢাকা অঞ্চলে পরিদর্শক ২২ জন্	২৭. ২০০ জন পরিদর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন	২৩৭ জন পরিদর্শক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে- বর্তমানে পরিদর্শক সংখ্যা ৫৭৫ জন	সম্পন্ন	বাস্তবায়ন সম্পন্ন	প্রথম শ্রেনীর পরিদর্শক ২১১ জন এবং দ্বিতীয় শ্রেনীর পরিদর্শক ৩৬৪ জন নারী পরিদর্শক ১১% থেকে ২০% এ বৃদ্ধি সারা দেশে প্রায় ৮০ লক্ষ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে পরিদর্শক সংখ্যা অপ্রতুল
২৬.	পরিদর্শকদের যোগ্যতা (কর্মরত পরিদর্শকদের মধ্যে ন্যূনতম এসএসসি ডিগ্রিধারী)	২৮. পরিদর্শকের নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চতর করা (স্নাতকোত্তর/বিসিএস ইঞ্জি./এমবিবিএস)	বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ন অপেক্ষমান তালিকা হতে প্রথম শ্রেনীর ১৫-২০ জন পরিদর্শক নিয়োগ প্রদান	সম্পন্ন	বাস্তবায়ন সম্পন্ন	-
২৭.	প্রধান কার্যালয় সহ সারাদেশে মোট অফিস ৩২টি কারখানা অধ্যুষিত অঞ্চলে অফিস না থাকা	২৯. প্রধান কার্যালয় সহ সারাদেশে মোট অফিস ৭২টি ৩০. পোশাক অধ্যুষিত ঢাকা অঞ্চলে ৫টি নতুন অফিস স্থাপন	প্রথম ধাপে ২৩টি অফিসের কার্যক্রম শুরু এবং প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে	সম্পন্ন	বাস্তবায়ন সম্পন্ন	-
২৮.	কারখানা সংক্রান্ত তথ্য ভান্ডার না থাকা সনাতনি তথ্য ব্যবস্থাপনা	৩১. অধিদপ্তর নিজস্ব ওয়েব সাইট উন্মুক্তকরণ ৩২. কারখানার সংক্রান্ত প্রকাশ্য তথ্য ভান্ডার গঠন	অগ্নি ও ভবনের নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য সংযুক্ত করা হয়েছে জরিপকৃত কারখানার অ্যাকর্ড (৫২২), অ্যালায়েন্স (১১৪) ও বুয়েট (১৬৬) কর্তৃক	৪৬০৬টি তৈরি পোশাক কারখানার প্রাথমিক তথ্য সংযুক্ত করা হয়েছে অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য সংযুক্ত করা হয়েছে	সন্তোষজনক অগ্রগতি	অ্যাকর্ডের পরিদর্শিত ৫৪%, অ্যালায়েন্সের পরিদর্শিত ৬৮% ও জাতীয় উদ্যোগ কর্তৃক পরিদর্শিত ১০০% কারখানার নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ

			জরিপকৃত কারখানার তথ্য প্রকাশ ‘পরিদর্শন নথি প্রদান’ কমিটি গঠন	অ্যাকর্ড (৭৪৫), অ্যালায়েন্স (৫৬৬) ও জাতীয় উদ্যোগ (১৫৪৯) কর্তৃক জরিপকৃত কারখানার তথ্য প্রকাশ		
		৩৩. আইএলও কর্তৃক দাতা সংস্থার সহযোগিতায় অধিদপ্তরের সক্ষমতা, প্রশিক্ষণ, অবকাঠামোগত আধুনিকীকরণ ও অফিস অটোমেশনের জন্য কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন	অফিস অটোমেশনের কার্যক্রম চলমান ‘ডাটাবেজ ও তথ্য ব্যবস্থাপনা’ কমিটি গঠন বার্ষিক বাজেট ২৪৮২ লক্ষ টাকা থেকে ৭২৫০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে	অফিস অটোমেশনের কার্যক্রম চলমান অধিদপ্তর কর্তৃক ২৩ টি বিষয়ের তথ্য ডিজিটালাইজড পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করার পরিকল্পনা কারখানা পরিদর্শনে পরিদর্শকদের পরিদর্শন রিপোর্ট ও পরিদর্শন স্থান, কাল পরিবীক্ষনের জন্য ২৮৭ টি ট্যাব প্রদান আইএলও’র সহযোগিতায় কম্পিউটার বেজড রিপোর্টিং মেকানিজম তৈরি চলমান।	সন্তোষজনক অগ্রগতি	২০১৪-২০১৫ এ বার্ষিক বাজেট ২৭০% বৃদ্ধি ৬.২৯ কোটি টাকা থেকে ২৩.৩০ কোটি টাকা নির্ধারণ ২০১৫-২০১৬ এ বার্ষিক বাজেট ৩৫% বৃদ্ধি ২৩.৩০ কোটি টাকা থেকে ৩১.৫০ কোটি নির্ধারণ আইএলও’র অর্থায়নে ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান
		৩৪. কলকারখানা অধিপ্তরের কমপ্লায়েন্স বিষয়ক অভিযোগের জন্য হট-লাইন স্থাপন	হটলাইন স্থাপন করা হয়েছে	সম্পন্ন	বাস্তবায়ন সম্পন্ন	‘হটলাইন’ স্থাপন সম্পন্ন হলেও, এ সংক্রান্ত যথেষ্ঠ প্রচারণার অভাব রয়েছে হটলাইনের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অভাব রয়েছে ২০১৫ সালে- -মোট অভিযোগের সংখ্যা ৯৯৯টি -নিস্পত্তি ১৩৭টি; প্রক্রিয়াধীন ৫৮১টি

২৯.	নিজস্ব প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার অভাব লজিস্টিক স্বল্পতা	৩৫. আইএলও কর্তৃক শ্রমিক অধিকার, কর্ম পরিবেশ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের উদ্যোগ ৩৬. পরিদর্শকদের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা	২৩৫ জন নতুন নিয়োগকৃত পরিদর্শকদের সূচনা প্রশিক্ষণ প্রদান গতিশীলতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ২৮৪ জন প্রশিক্ষককে দেশি-বিদেশি ২৫ টি প্রশিক্ষণ প্রদান 'প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি' কমিটি গঠন আইএলও কর্তৃক ৯৫ টি হোন্ডা, ৩৭ টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ৮ টি প্রিন্টার ২ টি ল্যাপটপ, ২টি ফ্যাক্স মেশিন, ২টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও ৬ টি ফটোকপি মেশিন প্রদান এবং জিআইজেড কর্তৃক ২০ টি হোন্ডা প্রদান	সরকার, আইএলও ও জিআইজেড এর সহযোগিতায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান - -৯৩৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে দেশ ও বিদেশে ৪৭ টি প্রশিক্ষণ প্রদান -৯৮ জন পরিদর্শক ২০ টি দেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এ অংশগ্রহণ -ডেনমার্ক সরকারের সহযোগিতায় যন্ত্রপাতি নিরাপত্তা, কেমিক্যাল নিরাপত্তা, স্ট্রাকচারাল নিরাপত্তা, দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও কর্মদক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এর পরিকল্পনা সকল পরিদর্শককে অ্যান্টি করাপশন ট্রেনিং প্রদান সরকার, আইএলও ও জিআইজেড এর সহায়তায় ১৯ টি গাড়ি, ২১৪ টি মোটরসাইকেল, ৪০ টি স্কুটি, ১৬৫ টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ৬৯ টি প্রিন্টার, ৩৪ টি ল্যাপটপ, ৯ টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ২৩ ফটোকপি মেশিন প্রদান	সন্তোষজনক অগ্রগতি	পোশাক অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিদর্শন কাজের জন্য ১২টি গাড়ি ক্রয় প্রক্রিয়াধীন মালিকদের কোনো গাড়ি ব্যবহার এর প্রমাণ পেলে পরিদর্শককে শাস্তির আওতায় আনা হবে এমন নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ

৩০.	পরিদর্শন কার্যের কার্যকর জবাবদিহিতার ব্যবস্থা না থাকা (পরিদর্শকদের সবাই একই পদে হওয়া)	৩৭. কেন্দ্রীয় অফিস হতে বিভিন্ন আঞ্চলিক অফিসে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বিকেন্দ্রিকরণ ৩৮. কার্যকর জবাবদিহিতা কাঠামোর জন্য পরিদর্শক পদে তিনটি স্তর সৃষ্টি (উপ-মহাপরিদর্শক, সহকারী মহা পরিদর্শক ও পরিদর্শক)	আঞ্চলিক অফিসে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে কার্যকর জবাবদিহিতা নিশ্চিতে পরিদর্শক পদে তিনটি স্তর সৃষ্টি করা হয়েছে 'জবাবদিহিতা ও পরিবীক্ষণ' কমিটি গঠন	অধিদপ্তরের ৫০% জনবল ৪টি শিল্প অঞ্চলে নিয়োগ প্রদান জবাবদিহিতা নিশ্চিতে পরিদর্শন এর রিপোর্ট তাৎক্ষনিক প্রেরণে পরিদর্শকদের ট্যাব এর ব্যবস্থা আইএলও'র সহযোগিতায় স্টান্ডার্ড অপারেশনাল পলিসি (এসওপি) তৈরির কার্যক্রম চলমান এবং ইন্সপেকশন ম্যানুয়াল তৈরি চলমান। পরিদর্শকদের জন্য 'কোড অব ইথিকস' প্রস্তুতি চলমান	সন্তোষজনক অগ্রগতি	সার্বিক কার্যক্রম সঠিক ভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে ৭ টি কমিটি গঠন- প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, ডাটাবেজ ও তথ্য ব্যবস্থাপনা, পরিদর্শন নথি প্রদান, মানসম্পন্ন পরিচালনা, নিয়ম ও সচ্ছতা, জবাদিহিতা ও পরিবীক্ষণ ও ওএসএইচ কমিটি গঠন
		৩৯. অভিযুক্ত সাত পরিদর্শকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা পরিচালনা ও সাময়িক বরখাস্ত	তাজরিন অগ্নিকান্ডে অভিযুক্ত একজন পরিদর্শক চাকুরি হতে বরখাস্ত রানাপ্লাজা দুর্ঘটনায় অভিযুক্ত পরিদর্শকদেও অভিযোগ হতে অব্যহতি প্রদান	সম্পন্ন	বাস্তবায়ন সম্পন্ন	রানাপ্লাজা দুর্ঘটনা অবকাঠামোগত দুর্ঘটনা যা অধিদপ্তরের এখতিয়ার বহির্ভূত এ যুক্তিতে অভিযুক্তদের অব্যাহতি দেওয়া
৩১.	অতিরিক্ত টাকার বিনিময়ে কারখানা নিবন্ধন ও নবায়ন ফ্লোর সেটআপ ছাড়পত্র প্রদানে অনিয়ম	৪০. কারখানা নিবন্ধন ও নবায়নের ক্ষেত্রে অনলাইনে আবেদন গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে	কারখানা নিবন্ধন ও নবায়নের ক্ষেত্রে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে	সম্পন্ন	বাস্তবায়ন সম্পন্ন	অনলাইনে আবেদন গ্রহণ শুরু, তবে বাধ্যতামূলক না করায় সাড়া প্রদানের হার কম অনলাইন আবেদন সংক্রান্ত অ্যাপসমূহ কার্যকর নয়

৩২.	অনেক ক্ষেত্রে পরিদপ্তর কর্তৃক মালিকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গস্খহণ না করা মামলায় অভিযোগ প্রমাণে যুক্তি-তর্ক উপস্থাপনে ব্যর্থতা	৪১. বিভিন্ন কারখানার বিরুদ্ধে অধিদপ্তর কর্তৃক ৪০০ মামলা চলমান ৪২. নিজস্ব আইনজীবী নিয়োগের উদ্যোগ আলোচনাধীন	বিভিন্ন কারখানার বিরুদ্ধে অধিদপ্তর কর্তৃক ৪৯৮ মামলা চলমান নিজস্ব আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে	বিভিন্ন তৈরি পোশাক কারখানায় ২১৩ টি মামলা প্রদান	সন্তোষজনক অগ্রগতি	কলকারখানা পরিদর্শনের আওতাধিন বিভিন্ন কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে ২২৪০ টি মামলা প্রদান এবং ৪,৬৮,৮১,০০০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়।

১.৫ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়নাধীন পদক্ষেপ

ক্রম	সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	অবস্থা (২০১৪)	অবস্থা (২০১৫)	অবস্থা (২০১৫)	অগ্রগতি	মন্তব্য /পর্যবেক্ষণ
৩৩.	অপর্যাপ্ত জনবল (ঢাকা বিভাগে ১৫ জন পরিদর্শক) ও সক্ষমতার ঘাটতি আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব	৪৩. ২১৮ জন নতুন ওয়ার হাউস ইন্সপেক্টর নিয়োগের অনুমোদন	২১৮ জন নতুন ওয়ার হাউস ইন্সপেক্টর নিয়োগ সম্পন্ন	সম্পন্ন	বাস্তবায়ন সম্পন্ন	বর্তমানে ইন্সপেক্টর সংখ্যা ২৬৮ জন
		৪৪. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৬২ কোটি টাকার প্রকল্প বিবেচনাধীন ৪৫. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৫০ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯৮ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক অনুদানে ১ কোটি টাকার উদ্ধার সরঞ্জাম ক্রয় চীন সরকারের অনুদানে ৫০ টি অ্যাম্বুলেন্স, ১০০টি টোয়িং ভেহিকেল (পাম্প টানা গাড়ি) এবং ১৫০টি হুইলার ওয়াটার মিষ্ট এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি প্রদান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয়ের সিডিএমপির আওতা ২০ সেট এবং নিজস্ব অর্থায়নে ২৫ সেট উদ্ধার সরঞ্জাম	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯৮ কোটি টাকার প্রকল্প চলমান আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ২০০ কোটি টাকার আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় চলমান অনলাইন বেজড ফায়ার লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন করণ, ড্রিল ও প্যাকেজ ট্রেনিং এর আবেদন, ফায়র রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট এর আবেদন প্রক্রিয়াকরণ, বহুতল ভবনের অনাপত্তি ছাড়পত্রের আবেদন প্রক্রিয়াকরণ, সিএনজি/ ফিলিং স্টেশনের অনাপত্তি অবেদন প্রক্রিয়াকরণ এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।	সন্তোষজনক অগ্রগতি	আর্মি, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালায়ের অধীনে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে সমন্বিত ভাবে বিভিন্ন সরঞ্জামাদি ক্রয় চলমান অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা, ২০১৪ পাশ করা হলেও, পরবর্তীতে তা স্থগিত ২০১৪ এর বিধিমালায় নির্ধারিত ফি ও অন্যান্য শর্তের উপর বিভিন্ন পক্ষের আপত্তির কারণে তা পুনরায় বিশ্লেষণের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ১৯৬১ সালের বিধিমালা অনুযায়ী ফি গ্রহণ করায় অপেক্ষাকৃত কম রাজস্ব প্রাপ্তি মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় ম্যাজিস্ট্রেট স্বল্পতা বিদ্যমান
৩৪.	পোশাক কারখানা অধ্যুষিত এলাকায় অগ্নি নির্বাপক স্টেশন না থাকা	৪৬. পোশাক কারখানা অধ্যুষিত ঢাকা অঞ্চলে ৯টি নতুন ফায়ার স্টেশন স্থাপনের সিদ্ধান্ত	ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমে স্থবিরতা	ঢাকা, চট্টগ্রাম ও নারায়নগঞ্জে জমি নিয়ে জটিলতায় কার্যক্রমে স্থবিরতা	ধীর অগ্রগতি	কার্যক্রমে স্থবিরতা লক্ষণীয়

৩৫.	ব্যক্তিগত সুবিধার বিনিময়ে ত্রুটিপূর্ণ ভবনে অগ্নি নিরাপত্তা সনদ প্রদান অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র বা জলাধার না থাকা, টিনের ছাদ, বিকল্প সিঁড়ির অনুপস্থিতি, অপর্যাপ্ত নির্গমন দরজা ইত্যাদি অনিয়মের ক্ষেত্রে পরিদর্শনে অর্থের বিনিময়ে ছাড় দেওয়া	৪৭. তাজরিন ফ্যাশনের দুর্ঘটনা পরবর্তী ১১০০ কারখানা পরিদর্শন (চলমান), ত্রুটিপূর্ণ কারখানায় আর্থিক জরিমানা	এ বছর ১২৫ টি কারখানা পরিদর্শন ফায়ার সার্ভিস গাইডলাইন প্রণয়ন সেপ্টেম্বর ২০14 সালে। পরবর্তীতে এ গাইড লাইন বাতিল করা হয়	অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা স্থগিত রাখা এ বছর ১০০২ টি কারখানা পরিদর্শন	বাস্তবায়ন স্থবির	নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা থেকে বিরত থাকা তৈরি পোশাক কারখানায় ক্যাপ বাস্তবায়ন পরিদর্শনের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আইএলও'র সহযোগিতায় ফায়ার সার্ভিস ও কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শকদের সমন্বয়ে কর্মসভা আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ
৩৬.	অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতে কারখানা পর্যায়ে সক্ষমতা ও সচেতনতার অভাব	৪৮. অগ্নি নিরাপত্তা ঝুঁকি ও প্রতিরোধে স্ব-মূল্যায়ন পদ্ধতি উন্নয়নে মালিক, শ্রমিক ও ইউনিয়ন প্রতিনিধির সক্ষমতা কার্যক্রম ৪৯. ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের অগ্নি নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণের আওতায় ১২২ টি মহড়া সম্পন্ন	প্রশিক্ষণের আওতায় ২২১ টি মহড়া, ২২৩২ টি প্যাকেজ প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে ৮৯,২৮০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান, এছাড়া ১০৬ টি সার্ভে পরিচালনা করা হয়েছে	সন্তোষজনক অগ্রগতি	-

১.৬ রাজউক কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়নাধীন পদক্ষেপ

ক্রম	সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	অবস্থা (২০১৪)	অবস্থা (২০১৫)		অগ্রগতি	মন্তব্য /পর্যবেক্ষণ
৩৭.	কেন্দ্রীয় অনুমোদন ও তদারকি প্রক্রিয়া	৫০. রাজউক কার্যক্রম বিকেন্দ্রিকরণ -৮টি জোনে বিভক্ত করে ২৪টি সাব-জোনে কার্যক্রম শুরুর সিদ্ধান্ত ৫১. ৮টি বিসি কমিটি ও উঁচু ভবনের জন্য ২টি বিশেষ বিসি কমিটি পুনর্গঠন	৮ টি জোনে ও ২৪ টি সাব জোনে বিভক্ত করা হয়েছে ৮ টি জোনে অথরাইজড অফিসার নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে	৮ টি জোনে ৩ টি করে ২৪ টি ও প্রধান কার্যলয়ের ২ টি সহ ২৬ টি বিসি কমিটি গঠন এবং অনুমোদন ও তদারকি প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রিকরণের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে	বাস্তবায়ন সম্পন্ন	নকশা অনুমোদন প্রক্রিয়ার গতি তরান্বিত ও ৪৫ দিনের ভিতর অনুমোদন সম্পন্ন করা হচ্ছে
৩৮.	জনবল স্বল্পতা- অথরাইজড অফিসার-৪ জন সহকারী অথরাইজড অফিসার পদ ছিল না প্র. ইমারত পরিদর্শক - ৮জন ইমারত পরিদর্শক - ৬০ জন সহ নগর পরিকল্পনাবিদ পদ ছিল না	৫২. নকশা অনুমোদন ও তদারকি সংশ্লিষ্ট কাজে জনবল নিয়োগ- অথরাইজড অফিসার-২০ জন সহকারী অথরাইজড অফিসার-৩০জন প্র. ইমারত পরিদর্শক-২২ জন ইমারত পরিদর্শক -১২২ জন সহ নগর পরিকল্পনাবিদ- ১৭ জন	অথরাইজড অফিসার-৩০ জন প্র.ইমারত পরিদর্শক-২২ জন নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান	প্রধান পরিদর্শক ২২ জনের ভিতর ৭ জন এবং সহকারি পরিদর্শক ১২২ জনের ভিতর ২০ জনকে নিয়োগ প্রদান সম্ভব হয়েছে।	ধীর অগ্রগতি	যোগ্য প্রার্থী না পাওয়ায় প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয় নি
৩৯.	লজিস্টিক স্বল্পতা ও সনাতনী অফিস ব্যবস্থাপনা	৫৩. অফিস অটোমেশন বিবেচনাধীন যানবাহন ক্রয় প্রক্রিয়াধীন	আইএফসির সহযোগিতায় প্লানিং ও অনুমোদন শাখা সহ সকল শাখা অটোমেশন প্রাক্রিয়া চলমান ডিজিটাল আর্কাইভ, ডাটা সেন্টার ও প্লটবেজ ল্যান্ড রেকর্ড সিস্টেম কার্যক্রম সমাপ্ত	কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের ল্যান সুবিধা প্রদান করা হয়েছে, ডিজিটাল নথি নম্বর চালু করা হয়েছে, এবং রাজউকের তথ্য উপাত্ত ওয়েবসাইটে আপলোড করা হচ্ছে।	সন্তোষজনক অগ্রগতি	–

৪০.	শিল্প ও বাণিজ্যিক ভবনের জন্য 'বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প ছাড়পত্র' এবং 'ব্যবহার সনদ' প্রদানে গাফিলতি	৫৪. ব্যবহার সনদগ্রহণের আহ্বানে মাত্র শ'খানেক আবেদন	ব্যবহার সনদ গ্রহন না করলে বিদ্যুৎ সংযোগ না দেওয়ার পরিকল্পনা	ব্যবহার সনদ গ্রহণে অথরাইজড অফিসার কর্তৃক ভবন মালিকদের চিঠি প্রদান	ধীর অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি ব্যবহার সনদ গ্রহণে অথরাইজড অফিসার কর্তৃক ভবন মালিকদের কেবলমাত্র চিঠি প্রদান আইন প্রয়োগে শিথিলতার অভিযোগ
৪১.	ভূমি ব্যবহার অনুমোদন প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি নির্মাণ নকশা অনুমোদনের বিভিন্ন পর্যায়ে ঘুষ ও তদবির নির্মাণস্থল পরিদর্শন না করে ভূমি ব্যবহার ও নির্মাণ অনুমোদন ছাড়পত্র প্রদান হয়রানি, সময়ক্ষেপণ, ইচ্ছাকৃতভাবে ফাইলপত্র লুকিয়ে ফেলা, ফাইলে আপত্তি জারি	৫৫. জোনাল অফিস কর্তৃক অনুমোদন ও তদারকির ব্যবস্থা ৫৬. অন লাইনে আবেদন গ্রহণ	জোনাল অফিসে কার্যক্রম শুরু অনলাইন আবেদন গ্রহন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে	জোনাল অফিসের মাধ্যমে অনুমোদন প্রক্রিয়া তরান্বিত করা হয়েছে এবং আইনানুযায়ী ৪৫ দিনের ভিতর সকল অনুমোদন সম্পন্ন করণ সম্ভব হয়েছে। 'লালবাগ' ও 'ধানমন্ডি' কে মডেল হিসেবে অনলাইন অনুমোদন চালু করা হয়েছে	সন্তোষজনক অগ্রগতি	আবেদন প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি এখনও বিদ্যমান অনলাইন অনুমোদনে প্রচারণার অভাব এবং এ ক্ষেত্রে সাড়া অত্যন্ত কম
		৫৭. নকশা যাচাই বাছাই করার জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগের সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত পর্যায়ে এখনও বিদ্যমান	নকশা যাচাই বাছাই করার জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ	বাস্তবায়ন স্থবির	বিশেষজ্ঞ নিয়োগের সিদ্ধান্ত বাতিল
৪২.	ইমারত নির্মাণ বিধিমালা লঙ্ঘন নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা	৫৮. রাজউক কর্তৃক মাত্র ৬৫০টি কারখানা পরিদর্শন পূর্বক ১৫০টি কারখানা অধিকতর পরিদর্শনে বুয়েটে প্রেরণ	কারখানা পরিদর্শন কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে	কারখানা পরিদর্শন কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে	বাস্তবায়ন স্থবির	বর্তমানে কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। উল্লেখ্য রাজউকভুক্ত অঞ্চলে দুই সহস্রাধিক কারখানা রয়েছে।
৪৩.	মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় ম্যাজিস্ট্রেট স্বল্পতা	৫৯. মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় ৭ জন ম্যাজিস্ট্রেট এর চাহিদা প্রদান	মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নি	দুই জন ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়েছে এবং রাজউক এ কর্মরত কয়েকজন পরিচালক ও উপপরিচালককে ইতিমধ্যে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা প্রদান	বাস্তবায়ন সম্পন্ন	

১.৭ স্থানীয় সরকার ও শিল্প পুলিশ কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়নাধীন পদক্ষেপ

ক্রম	সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	অবস্থা (২০১৪)	অবস্থা (২০১৫)	অবস্থা (২০১৬)	অগ্রগতি	মন্তব্য /পর্যবেক্ষণ
৪৪.	**<u>স্থানীয় সরকার</u>** নির্মাণ নকশা অনুমোদনে রাজউক ও রাজউকভুক্ত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দ্বন্দ্ব স্থানীয় পর্যায়ে (ইউনিয়ন) ভবন নির্মাণের অনুমতি প্রদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার (প্রকৌশলী) পদায়ন না থাকলেও ভবন নির্মাণের অনুমোদন	৬০. স্থানীয় উন্নয়ন কর্তৃপক্ষাধীন এলাকার ভবন নির্মাণ অনুমোদনের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষকে প্রদান ৬১. ইউনিয়ন পরিষদকে ভবন নির্মাণ অনুমোদন না প্রদানের জন্য পরিপত্র জারি	রাজউক ও স্থানিয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ভিতর দ্বন্ধ নিরসনে ২টি কমিটি গঠন করা হয়েছে	সম্পন্ন	বাস্তবায়ন সম্পন্ন	রাজউক আওতাধীন শিল্পাঞ্চলে নকশা অনুমোদনে দায়িত্ব রাজউকের উপর ন্যস্ত
৪৫.	**<u>শিল্প পুলিশ</u>** অর্থের বিনিময়ে পুলিশ/ শিল্প পুলিশ মালিক স্বার্থে ব্যবহার ও শ্রমিক আন্দোলন দমন	৬২. ২টি ট্রাক ও ১টি মটর সাইকেল ঢাকা অঞ্চলে সংযোজন	কোনো কার্যক্রম করা হয় নি	কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় নি	বাস্তবায়ন স্থবির	শিল্প পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কোনো উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় না শিল্প পুলিশের নীতিমালা প্রণয়ন না করা

১.৮ শ্রম পরিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়নাধীন পদক্ষেপ

ক্রম	সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	অবস্থা (২০	অবস্থা (২০১৫)	অবস্থা (২০১৬)	অগ্রগতি	মন্তব্য /পর্যবেক্ষণ
৪৬.	ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধনে প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা ও আইনি জটিলতা	৬৩. ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন তুলনামূলক বৃদ্ধি (জানু' ২০১৩ হতে ২৫ ফেব্রু' ১৪ পর্যন্ত ১১২টি ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন) ৬৪. ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন, নবায়ন ও ইউনিয়নের বাৎসরিক প্রতিবেদন অনলাইনে গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ ৬৫. আইএলও এবং ইউএসডিওএল সহযোগিতায় ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন ও কার্যক্রম সমন্ধে শ্রম পরিদর্শক ও শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান	ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন চলমান (এপ্রিল, ২০১৪ হতে এপ্রিল ২০১৫ পর্যন্ত ১১৪ টি ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন) পরিদপ্তরের পৃথক ওয়েব সাইট করা হয়েছে শ্রমিক পরিদর্শকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনে আইএলও কর্তৃক এসওপি (স্টান্ডার্ড অপারেশন প্রসেডিউর) স্থাপনে সহযোগিতা চলমান	ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন চলমান (মে, ২০১৫ হতে মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত ১২৫ টি ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন) রানাপ্লাজা পরবর্তীতে মোট ৩৫১ টি ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন দেওয়া হয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনে আইএলও কর্তৃক এসওপি (স্টান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিউর) স্থাপনের কার্যক্রম চলমান	সন্তোষজনক অগ্রগতি	ইউনিয়ন নিবন্ধনে আবেদন গ্রহণে ৫-২০ হাজার টাকা গ্রহণ কোনো কোনো কর্মকর্তা ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের বিষয় পূর্বে মালিক পক্ষকে জানিয়ে দেয় ৮০ শতাংশ ট্রেডইউনিয়ন আবেদন বাতিল করার অভিযোগ কোনো কোনো কর্মকর্তার মালিকের সাথে যোগসাজশে ইউনিয়ন নিবন্ধনের অনাপত্তি প্রদান এবং এ ক্ষেত্রে ৫০-২ লাখ টাকা নিয়মবহির্ভুত অর্থ গ্রহণ ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন যাচাইয়ের জন্য যাতায়াতের জন্য ফেডারেশনের কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা গ্রহণের অভিযোগ
		৬৬. ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম বিষয়ক অভিযোগের জন্য হট-লাইন স্থাপন	কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি	কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি	বাস্তবায়ন স্থবির	নির্ধারিত সময় ছিল - ৩০ জুন, ২০১৩ কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর এর হটলাইন অংশিদারিত্ব ভিত্তিতে

						ব্যবহার করার ব্যবস্থা কিন্তু এখনও এ সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ পাওয়া যায় নি।
৪৭.	রাজনৈতিক বিবেচনায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও নিবন্ধন	কোন উদ্যোগ নেই	কোন উদ্যোগ নেই	কোনো উদ্যোগ নাই	-	বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের নিবন্ধন রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী ১৪২ টি ইউনিয়ন নিবন্ধনে বিশেষ গোষ্ঠীকে সুবিধা প্রদানের অভিযোগ
৪৮.	ট্রেড ইউনিয়নের সাথে জড়িত কর্মীদের যৌথ দর-কষাকষির দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের অভাব	৬৭. সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৫০,০০০ শ্রমিক ও সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণে জন্য প্রকল্প গ্রহণ	২৪০০ জন শ্রমিককে প্রশিক্ষণ প্রদান ৫৯ জন কর্মকর্তার শ্রম আইন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ ৫০ শ্রম পরিদর্শক কর্তৃক মৌলিক অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ	আইএলও কর্তৃক ২৬৪ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান ৩০ টি শ্রম কল্যান কেন্দ্র হতে শ্রমিকদের চিকিৎসা পরামর্শ, বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ, প্রশিক্ষণ এবং বিনোদনমূলক ব্যাবস্থা করা হচ্ছে	সন্তোষজনক অগ্রগতি	স্বপ্রনোদিত পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা না করা

১.৯ শ্রমিক সংগঠন কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়নাধীন পদক্ষেপ

ক্রম	সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	অবস্থা (২০১৪)	অবস্থা (২০১৫)	অবস্থা (২০১৬)	অগ্রগতি	মন্তব্য /পর্যবেক্ষণ
৪৯.	তৈরি পোশাক খাতে ১৫৭টি ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে ৪০ - ৫০টি সক্রিয়	৬৮. ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে	১৫০-২০০টি সক্রিয় ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে	১০০-১২০টি ট্রেড ইউনিয়ন সক্রিয় আছে	বাস্তবায়ন স্থবির	রানা প্লাজা পরবর্তী "ল্যাপটপ ট্রেড ইউনিয়ন" এর কার্যক্রম বৃদ্ধি ইয়েলো ইউনিয়ন ও (ফেক) নকল ট্রেডইউনিয়ন নিবন্ধনের অভিযোগ ট্রেডইউনিয়ন নিবন্ধনে শ্রমিকের পাশাপাশি স্ত্রী অথবা পরিবারের পরিচয়পত্র প্রদানের বিধানের ফলে পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন হুমকি ক্ষতির ঝুঁকি তৈরি অধিকাংশ ট্রেডইউনিয়ন তুলনামূলক কম শ্রমিক আছে এমন কারখানায় কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং রানা প্লাজা পরবর্তি এমন ১০০-১২০ টি কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া।
৫০.	মালিক স্বার্থে বিজিএমইএ'র পকেট ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম	কোন উদ্যোগ নেই	অপরিবর্তিত	অপরিবর্তিত	-	অপরিবর্তিত

৫১.	ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের কার্যাবলী সম্পর্কে আইনগত দিক-নির্দেশনা/ বিধিমালার অনুপস্থিতি ট্রেড ইউনিয়নে জাতীয় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততা; নিবন্ধনবিহীন ফেডারেশনের নেতৃত্বে ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক স্বার্থে কার্যক্রম	কোন উদ্যোগ নেই	কোন উদ্যোগ নেই	শ্রমবিধিমালা-২০১৫ পাশ করা হয়েছে এবং বিধিমালায় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের কার্যাবলী সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।	সম্পন্ন	শ্রমিকদের সাথে প্রতারণা, রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া, রাজনৈতিক দলে সম্পৃক্ত থাকা, কোনো কোনো নেতার মাধ্যমে মালিককে জিম্মির অভিপ্রায়ে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের অভিযোগ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সাথে জড়িত ৭৫/৭৭ টি ফেডারেশনের ভিতর ৩৯টি ফেডারেশন নিবন্ধিত।

১.১০ বায়ার কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়নাধীন পদক্ষেপ

ক্রম	সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	অবস্থা (২০১৪)	অবস্থা (২০১৫)	অবস্থা (২০১৬)	অগ্রগতি	মন্তব্য /পর্যবেক্ষণ
৫২.	ভিন্ন ভিন্ন কোড অব কন্ডাক্ট	৬৯. বিজিএমই কর্তৃক একক আচরণ-বিধিমালা প্রণয়ন	একক আচরণ-বিধিমালা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলমান	একক আচরণ-বিধিমালা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলমান	ধীর অগ্রগতি	কোনো কোনো বায়ার কর্তৃক অতিরিক্ত চাহিদা উপস্থাপন
৫৩.	আমদানিকারক দেশের শর্তাবলী পূরণের নিমিত্তে বায়ার প্রতিনিধি, কমপ্লায়েন্স অডিটর ও মালিকদের যোগসাজশে নিরীক্ষা প্রতিবেদনে কারখানার নিরাপত্তার প্রকৃত চিত্র গোপন করা	৭০.কারখানার অগ্নি, বৈদ্যুতিক ও ভবন নিরাপত্তা মূল্যায়ন কার্যক্রম। ৭১. জরিপ কাজ পরিচালনার জন্য বিএনবিসি ও আন্তর্জাতিক মানদন্ডে সমন্বিত চেক লিস্ট প্রণয়ন ৭২. নিরাপত্তার প্রশ্নে কারখানা বন্ধের বিষয় জাতীয় মূল্যায়ন কমিটি গঠন ৭৩.জাতীয় কর্মপরিকল্পনার আওতায় (এনটিপিএ) সকল চালু কারখানা অগ্নি, বৈদ্যুতিক এবং কাঠামোগত নিরাপত্তা মূল্যায়নের জন্য জরিপ কার্যক্রম- অ্যালায়েন্স (১২/৩/১৪) কর্তৃক ২৪৭টি (৬২৬টির মধ্যে), অ্যাকর্ড (১০/৩/১৪) কর্তৃক ৮০টি (১৬২৬টির মধ্যে) এবং বুয়েট (১৫/৩/১৪) কর্তৃক ২৪৭টি (প্রায় ২০০০ টির মধ্যে)	অধিকাংশ বায়ার কর্তৃক নিজ নিজ নিয়মিত মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে বিএনবিসি ও আন্তর্জাতিক মানদন্ডে সমন্বিত চেক লিস্ট দ্বারা জরিপ কার্য পরিচালনা জাতীয় কর্মপরিকল্পনার আওতায় (এনটিপিএ) সকল চালু কারখানা অগ্নি, বৈদ্যুতিক এবং কাঠামোগত নিরাপত্তা মূল্যায়নের জন্য জরিপ কার্যক্রম- অ্যালায়েন্স কর্তৃক ৫৮৪টি (৫৮৪টির মধ্যে), অ্যাকর্ড ১১০৩টি (১৫৩০ টির মধ্যে) এবং বুয়েট কর্তৃক ৬৪৭টি (প্রায় ১৩৫৫টির মধ্যে) জরিপ সম্পন্ন	জাতীয় কর্মপরিকল্পনার আওতায় (এনটিপিএ) সকল চালু কারখানা অগ্নি, বৈদ্যুতিক এবং কাঠামোগত নিরাপত্তা মূল্যায়নের জন্য জরিপ কার্যক্রম- অ্যালায়েন্স কর্তৃক ৬৬১ টি (৭৯০টির মধ্যে), অ্যাকর্ড ১৬৬১টি (১৫৮৯ টির মধ্যে) এবং জাতীয় উদ্যোগে ১৫৪৯টির (১৮২৭ টির মধ্যে) জরিপ সম্পন্ন। (উল্লেখ্য, এখানে ২৭৪ টি কারখানা অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের উভয়ের অন্তর্ভুক্ত) জরিপ পরবর্তী কারেক্টিভ অ্যাকশন প্লান কার্যক্রম- অ্যালায়েন্স পরিদর্শিত ৫৯১ টি কারখানা, অ্যাকর্ড পরিদর্শিত ১৪১৬ টি কারখানা এবং জাতীয় উদ্যোগ কর্তৃক পরিদর্শিত ৩০০টি কারখানার কারেক্টিভ অ্যাকশন প্লান প্রকাশ অ্যাকর্ড পরিদর্শিত ২টি	সন্তোষজনক অগ্রগতি	অ্যালায়েন্স ও অ্যাকর্ড কার্যক্রমের সাথে সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জড়িত না থাকা এবং সমন্বয়হীনতা জরিপ কার্যে কারখানা বন্ধ হলে শ্রমিক চাকুরিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ প্রদানে অ্যাকোর্ডের অংশগ্রহণ না থাকা অ্যাকর্ড কর্তৃক জরিপকৃত কারখানা সমূহে আর্থিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কোনো ব্যবস্থা না থাকা জাতীয় উদ্যোগে পরিদর্শিত কারখানাসমূহ প্রায় ৪২% কারখানা এখনও কারেক্টিভ অ্যাকশন প্লান বাস্তবায়নে কোনো ব্যবস্থাগ্রহণ না করা, এ ক্ষেত্রে দাতা দেশের আর্থিক সহায়তার উপর নির্ভর করায় কাজে স্থবিরতা।

		জরিপ সম্পন্ন		কারখানায় এবং অ্যালায়েন্স পরিদর্শিত ২৫টি কারখানায় সম্পূর্ণ কারেক্টিভ অ্যকশন প্লান বাস্তবায়ন কারেক্টিভ অ্যাকশন প্লান বাস্তবায়নে আইএফসি কর্তৃক ৫০ মিলিয়ন ও ইউএসএইড'র ১৮ মিলিয়ন ডলার এর ফান্ড গঠন এবং তা স্বল্প সুদে সহজ লোন হিসেবে ৫ টি ব্যাংক এ জমা দেওয়া হয়েছে। ৪ টি কারখানায় ১ মিলিয়ন ডলার দেওয়া অ্যালায়েন্স কর্তৃক 'আমাদের কথা' নামক একটি টোল ফ্রি হটলাইন স্থাপন করা হয়েছে যেখানে বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ৬৮ হাজার কল গ্রহণ করা হয়েছে		অন্যান্য ব্যবসা, বাসা-বাড়ি ইত্যাদির সাথে অংশীদারিক ভবনে অবস্থিত ঝুঁকিপূর্ণ ১৫% কারখানাসমূহ স্থানান্তরে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করা কোনো কোনো কারখানামালিক কর্তৃক জরিপ করার অপরাগতা বেপজা কর্তৃক তৈরিকৃত পুরানো কারখানায় কারেক্টিভ অ্যাকশন সম্পন্নকরণে অনুমোদন না দেওয়া স্টিল স্ট্রাকচারে তৈরিকৃত কারখানায় অতিরিক্ত খরচ (প্রায় ১০ লাখ ডলার) এর কারণে স্প্রিংলার লাগানোর নিয়ম না মানা কারেক্টিভ অ্যাকশন প্লান বাস্তবায়নে আর্থিক সহযোগিতা গ্রহণে নীতিগত জটিলতা সাব কন্ট্রাক্ট কারখানায় সহযোগিতা প্রদানের অঙ্গিকার সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া
৫৪.	বায়ার কর্তৃক নির্দিষ্ট মূল্যে প্রতিশ্রুত কারখানায় অর্ডার না	৭৪. বায়ার কর্তৃক নন-কমপ্লায়েন্ট কারখানায়	নন-কমপ্লায়েন্ট কারখানায় অর্ডার প্রদান করা হচ্ছে না	এনটিপিএ'র আওতায় অগ্নি ও বিল্ডিং নিরাপত্তা জরিপকার্যে	সন্তোষজনক অগ্রগতি	রিভিউ প্যানেলের সুপারিশ কোনো কোনো কারখানার

	দিয়ে কম মূল্যে নন-কমপ্লায়েন্ট কারখানায় অর্ডার দেওয়া বায়ার জ্ঞাতসারে অনেক ক্ষেত্রে নন-কমপ্লায়েন্ট কারখানায় পণ্য উৎপাদন	অর্ডার প্রদানের প্রবণতা হ্রাস	কোনো কোনো বায়ার কর্তৃক ওয়েবসাইটে কারখানার তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে	ঝুঁকিপূর্ণ ৩৯ টি কারখানা সম্পূর্ণ বন্ধ এবং ৪২ টি কারখানা আংশিক বন্ধ করা হয়েছে। কারেক্টিভ অ্যাকশন প্লান বাস্তবায়নে অত্যন্ত ধীরগতি হওয়ায় অ্যাকর্ড কর্তৃক ২৫টি কারখানা এবং অ্যালায়েন্স কর্তৃক ২৪ টি কারখানার সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক বন্ধ করা		পালন না করা
৫৫.	শ্রম অধিকার ও কর্ম পরিবেশের মানের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে কম মূল্যে ভাল পণ্যের ওপর বায়ারের আগ্রহ	৭৫. অল্প সংখ্যক বায়ার কর্তৃক উৎপাদন খরচ বেশি প্রদান (যেমন প্যান্টের মজুরি ২৪ হতে ৩০-৩২ডলার প্রদান) ৭৬. বায়ার ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্ব স্ব উৎপাদন কারখানার কমপ্লায়েন্স মনিটরিং	অধিকাংশ বায়ার কর্তৃক উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি করার প্রতিশ্রুতি	গত ১৫ বছরে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পণ্যের মূল্য প্রায় ৪১% হ্রাস	বাস্তবায়ন স্থবির	
		৭৭. রানা প্লাজা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন (৪২ মিলিয়ন ডলার)	রানা প্লাজা ডোনার'স ট্রাস্ট ফান্ডে সংগৃহীত মোট অর্থের পরিমাণ প্রায় ১৯ মিলিয়ন ইউএস ডলার - এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে প্রদানের পরিমাণ প্রায় ২.৪৮ মিলিয়ন ইউএস ডলার	ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে ক্ষতিপূরণ বন্টন ট্রাস্ট ফান্ড কর্তৃক ২৮৯৫ জনকে মোট ১৯.৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার প্রদান প্রাইমার্ক কর্তৃক ৬.৩ মিলিয়ন ইউএস ডলার প্রধানমন্ত্রীর ২.৪৮ মিলিয়ন ইউএস ডলার বিতরণ	সন্তোষজনক অগ্রগতি	

				দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা খরচ বাবদ ব্র্যাক এর মাধ্যমে বিতরনের জন্য ০.৯২ মি. ইউএস ডলার বরাদ্দ ঝুঁকির বিবেচনায় ক্ষতিপূরণপ্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশ না করা		
৫৬.	শ্রমিক কল্যাণ তহবিল না থাকা	৭৮. কোন উদ্যোগ নেই	কোন উদ্যোগ নেই	শ্রমিক কল্যান তহবিল তৈরি করা হয়েছে। এফওবি এর ০.০৩ শতাংশ প্রদানের বিধান কার্যকর করা হয়েছে। তহবিলে জমা হওয়া অর্থের পরিমান ৮০ কোটি টাকা	বাস্তবায়ন সম্পন্ন	১০ সদস্য বিশিষ্ট কল্যান তহবিল পরিচালনা পর্ষদ তৈরি করা হয়েছে জার্মান ও আইএলও'র সহযোগিতায় শ্রমিকদের জন্য একটি ইনসুরেন্স স্কিম তৈরির উদ্যোগ